নবম অধ্যায়

সৃজনী শক্তির জন্য ব্রহ্মার প্রার্থনা

শ্লোক ১

ব্রহ্মোবাচ

জ্ঞাতোঽসি মেঽদ্য সুচিরান্ননু দেহভাজাং
ন জ্ঞায়তে ভগবতো গতিরিত্যবদ্যম্ ।
নান্যত্ত্বদস্তি ভগবন্নপি তন্ন শুদ্ধং
মায়াগুণব্যতিকরাদ্যদুরুর্বিভাসি ॥ ১ ॥

ব্রহ্মা উবাচ—ব্রহ্মা বললেন; জ্ঞাতঃ—অবগত; অসি—আপনি; মে—আমার দ্বারা; অদ্য—আজ; সুচিরাৎ—দীর্ঘকাল পরে; ননু—কিন্তু; দেহ-ভাজাম্—জড় দেহ ধারণকারী; ন—না; জ্ঞায়তে—জ্ঞাত; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; গতিঃ—মার্গ; ইতি—এই রকম; অবদ্যম্—মহা অপরাধ; ন অন্যৎ—অন্য আর কেউ নয়; ত্বৎ—আপনি; অস্তি—হয়; ভগবন্—হে প্রভু; অপি—যদিও; তৎ—যা কিছু হতে পারে; ন—কখনই না; শুদ্ধম্—পরম; মায়া—জড়া শক্তি; গুণ-ব্যতিকরাৎ—গুণের মিশ্রণের ফলে; যৎ—যাকে; উরুঃ—চিন্ময়; বিভাসি—আপনি হন।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন—হে প্রভু! বহু বহু বছরের তপস্যার পর আজ আমি আপনাকে জানতে পেরেছি। হায়, দেহধারী জীবেরা কি দুর্ভাগা যে, তারা আপনাকে জানার অযোগ্য! হে প্রভু, আপনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়, কেননা আপনার অতীত আর কোন পরমতত্ত্ব নেই। যদি আপনার থেকেও শ্রেষ্ঠ কোন বস্তু থাকে, তবে তা পরমতত্ত্ব নয়। আপনি জড় তত্ত্বের সৃষ্টি শক্তি প্রদর্শন করে পরম পুরুষরূপে বিরাজ করেন।

তাৎপর্য

জড় শরীরের বন্ধনে আবদ্ধ জীবদের অজ্ঞানতার পরাকাষ্ঠা হচ্ছে যে, তারা জড় জগতের প্রকটীকরণের পরম কারণ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। পরম কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে, কিন্তু তাদের কোনটিই সত্য নয়। একমাত্র পরম কারণ হচ্ছেন বিষ্ণু, এবং মধ্যবর্তী বাধাসৃষ্টিকারী শক্তিটি হচ্ছে ভগবানের মায়াশক্তি। ভগবান জড় জগতে চিত্ত বিক্ষেপকারী বহু আশ্চর্যজনক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তাঁর অদ্ভুত মায়াশক্তিকে নিযুক্ত করেছেন, এবং বদ্ধ জীব সেই মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে পরম কারণকে জানতে পারে না। তাই বড় বড় বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকদেরও আশ্চর্যজনক ব্যক্তি বলে স্বীকার করা যায় না। তাদের আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়, কেননা তারা ভগবানের মায়াশক্তির হাতের ক্রীড়নক। মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে সাধারণ মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে এবং মায়াশক্তির মূর্খ রচনাকে সর্বোচ্চ বলে মনে করে।

পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবানকে কেবল ভগবানের কৃপার মাধ্যমেই জানা যায়, ব্রহ্মা এবং তাঁর পরম্পরায় শুদ্ধ ভক্তদেরই কেবল তিনি কৃপা প্রদান করেন। তপস্যার প্রভাবেই কেবল ব্রহ্মা গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুকে দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং উপলব্ধির মাধ্যমেই কেবল তিনি তাঁকে যথাযথভাবে জানতে পেরেছিলেন। ভগবানের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য দর্শন করে ব্রহ্মা পরম পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন, এবং তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে কোন কিছুরই তুলনা করা যায় না। তপস্যার মাধ্যমেই কেবল ভগবানের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য উপলব্ধি করা যায়, এবং কেউ যখন ভগবানের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের সঙ্গে পরিচিত হয়, তখন তার আর অন্য কোন কিছুর প্রতি আকর্ষণ থাকে না। সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবদ্গীতায় (২/৫৯) বলা হয়েছে—*পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে* ।

যে সমস্ত মূর্খ মানুষ পরমেশ্বরের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করে না, ব্রহ্মা এখানে তাদের নিন্দা করেছেন। প্রত্যেক মানুষের এই জ্ঞান প্রাপ্তির চেষ্টা করা আবশ্যক, এবং কেউ যদি তা না করে, তাহলে তার জীবন ব্যর্থ হয়। জড় জগতে যা কিছু সুন্দর এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত, সেইগুলি কাকের মতো প্রাণীরা উপভোগ করে। কাক সর্বদা আবর্জনা খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু হংস কখনও কাকদের সঙ্গে মেলামেশা করে না। পক্ষান্তরে, তারা সুন্দর উদ্যান বেষ্টিত পদ্মশোভিত নির্মল সরোবরে বিহার করে। জন্ম অনুসারে কাক ও হংস উভয়েই নিঃসন্দেহে পক্ষী, কিন্তু তারা এক প্রকার নয়।

শ্লোক ২

রূপং যদেতদববোধরসোদয়েন
শশ্বন্নিবৃত্ততমসঃ সদনুগ্রহায় ।
আদৌ গৃহীতমবতারশতৈকবীজং
যন্নাভিপদ্মভবনাদহমাবিরাসম্ ॥ ২ ॥

রূপম্—আকৃতি; যৎ—যা; এতৎ—সেই; অববোধ-রস—আপনার অন্তরঙ্গা শক্তির; উদয়েন—প্রকাশের ফলে; শশ্বৎ—চিরকাল; নিবৃত্ত—মুক্ত; তমসঃ—জড় কলুষ; সৎ-অনুগ্রহায়—ভক্তদের জন্য; আদৌ—আদি সৃজনী শক্তি; গৃহীতম্—গ্রহণ করে; অবতার—অবতারদের; শত-এক-বীজম্—শত শত অবতারদের একমাত্র বীজ; যৎ—যা; নাভিপদ্ম—নাভি থেকে উদ্ভূত পদ্ম; ভবনাৎ—গৃহ থেকে; অহম্—আমি; আবিরাসম্—উৎপন্ন হয়েছি।

অনুবাদ

যে রূপ আমি দর্শন করছি তা জড় কলুষ থেকে চিরকাল মুক্ত, এবং ভক্তদের কৃপা করার জন্য অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশরূপে তা আবির্ভূত হয়েছে। এই অবতার অন্য বহু অবতারদের উৎস, এবং আপনার নাভিদেশ থেকে উদ্ভূত কমলে আমার জন্ম হয়েছে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর (শিব) হচ্ছেন প্রকৃতির তিনটি গুণের (রজ, সত্ত্ব ও তম) কার্যকরী অধ্যক্ষ, এবং তাঁরা সকলে উদ্ভূত হয়েছেন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে, যাঁর বর্ণনা এখানে ব্রহ্মা করেছেন। জগতের প্রকটকালে বিভিন্ন যুগে বহু বিষ্ণু অবতার ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে প্রকাশিত হন। তাঁরা অবতরণ করেন কেবল শুদ্ধ ভক্তদের অপ্রাকৃত আনন্দ প্রদানের জন্য। ভিন্ন ভিন্ন যুগে এবং কালে যে সমস্ত বিষ্ণুর অবতারেরা অবতরণ করেন, তাদের কখনও বদ্ধ জীবদের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। বিষ্ণুতত্ত্বদের ব্রহ্মা ও শিবের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়, এমনকি তাঁদের সমকক্ষ বলেও মনে করা উচিত নয়। যারা তা করে, তাদের বলা হয় পাষণ্ডী। এখানে যে তমসঃ শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে জড়া প্রকৃতি। পরা প্রকৃতির অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে তম থেকে পৃথক। তাই, পরা প্রকৃতিকে *অববোধরস* বা *অবরোধরস* বলা হয়। *অবরোধ* মানে 'যা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত

করে'। চিৎ জগতে কোন মতেই জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক সম্ভব নয়। ব্রহ্মা হচ্ছেন প্রথম জীব, এবং তাই তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর জন্ম হয়েছে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে উদ্ভূত পদ্ম থেকে।

শ্লোক ৩

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চঃ ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥ ৩ ॥

ন—করে না; **অতঃ পরম্**—এর পর; **পরম**—হে পরমেশ্বর; **যৎ**—যা; **ভবতঃ**—আপনার; **স্বরূপম্**—নিত্যরূপ; **আনন্দ-মাত্রম্**—নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি; **অবিকল্পম্**—পরিবর্তনরহিত; **অবিদ্ধ-বর্চঃ**—শক্তির ক্ষীণতারহিত; **পশ্যামি**—আমি দেখি; **বিশ্ব-সৃজম্**—বিশ্বের স্রষ্টা; **একম্**—অদ্বিতীয়; **অবিশ্বম্**—এবং তবুও জড় নয়; **আত্মন্**—হে পরম কারণ; **ভূত**—শরীর; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **আত্মক**—এই প্রকার পরিচিতির; **মদঃ**—অহঙ্কার; **তে**—আপনাকে; **উপাশ্রিতঃ**—সমর্পিত; **অস্মি**—আমি।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনার এই নিত্য আনন্দময় এবং জ্ঞানময় স্বরূপ থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন রূপ আমি দেখি না। চিদাকাশে আপনার নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির কোন সাময়িক পরিবর্তন হয় না, এবং আপনার অন্তরঙ্গা শক্তির কোন অবক্ষয় হয় না। আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করছি, কেননা আমি আমার জড় দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের গর্বে মত্ত, অথচ আপনি সমগ্র জগতের পরম কারণ হওয়া সত্ত্বেও জড়াতীত।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৫) বলা হয়েছে—*ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*—পরমেশ্বর ভগবানকে ভক্তির মাধ্যমেই কেবল আংশিকভাবে জানা যায়। ব্রহ্মা বুঝতে পেরেছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহু সচ্চিদানন্দময় রূপ রয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের এই সমস্ত অংশাবতারদের বর্ণনা করে তিনি ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৩) বলেছেন—

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি অদ্বৈত এবং অচ্যুত। বহুরূপে প্রকাশিত হলেও তিনিই হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ। যদিও তিনি আদি পুরুষ, তবুও তিনি নিত্য নবযৌবনসম্পন্ন, এবং তিনি কখনও বার্ধক্যের দ্বারা প্রভাবিত হন না। বেদের কেতাবি জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁকে জানা যায় না। তাঁকে জানতে হলে তাঁর ভক্তের শরণাগত হতে হয়।"

ভগবানকে যথাযথভাবে জানার একটিই মাত্র পন্থা, এবং তা হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির পন্থা, বা তাঁর ভক্তের শরণাগত হওয়া যাঁর হৃদয়ে তিনি সর্বদা বিরাজ করেন। ভগবদ্ভক্তির পূর্ণতার মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আংশিক প্রকাশ মাত্র, এবং জড় সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর যে তিন পুরুষাবতার, তাঁরা হচ্ছেন তাঁর আংশিক প্রকাশ। ব্রহ্মজ্যোতিতে উদ্ভাসিত চিদাকাশে বিভিন্ন কল্পের প্রভাবে কোন রকম পরিবর্তন হয় না, এবং বৈকুণ্ঠলোকে কোন প্রকার সৃজনাত্মক কার্যকলাপ হয় না। সেখানে কালের কোন প্রভাব নেই। ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহের রশ্মিচ্ছটা অপরিসীম ব্রহ্মজ্যোতি জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। জড় জগতেও আদি স্রষ্টা হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। তিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন, যিনি ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট হয়ে পরবর্তী স্রষ্টা হন।

শ্লোক ৪

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্ ।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥ ৪ ॥

তৎ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **বা**—অথবা; **ইদম্**—এই বর্তমান রূপ; **ভুবন-মঙ্গল**—হে সমগ্র জগতের সর্বমঙ্গলময়; **মঙ্গলায়**—সামগ্রিক সমৃদ্ধি সাধনের জন্য; **ধ্যানে**—ধ্যানে; **স্ম**—তা যেমন ছিল; **নঃ**—আমাদের; **দর্শিতম্**—প্রকট; **তে**—আপনার; **উপাসকানাম্**—ভক্তদের; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি;

ভগবতে—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অনুবিধেম**—আমি অনুষ্ঠান করি; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **যঃ**—যা; **অনাদৃতঃ**—উপেক্ষিত; **নরক-ভাগ্‌ভিঃ**—নরকগামীদের; **অসৎ-প্রসঙ্গৈঃ**—জড় বিষয়ের দ্বারা।

অনুবাদ

আপনার এই বর্তমান স্বরূপ, অথবা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্য যে কোন রূপ, সমগ্র জগতের জন্য সমানভাবে মঙ্গলময়। যেহেতু আপনি আপনার এই নিত্য শাশ্বতরূপ প্রকাশ করেছেন, যে রূপে আপনার ভক্তেরা আপনার ধ্যান করে, আমি তাই আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যারা নরকগামী, তারা আপনার সবিশেষ রূপের উপেক্ষা করে, কেননা তারা জড় বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন।

তাৎপর্য

পরমতত্ত্বের সবিশেষ এবং নির্বিশেষ রূপের মধ্যে, তাঁর বিভিন্ন অংশ-প্রকাশের দ্বারা তিনি যে সমস্ত সবিশেষ রূপ প্রদর্শন করেছেন, তাঁরা সকলেই সমগ্র জগতের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করেন। ধ্যানের মাধ্যমে ভগবানের সবিশেষ রূপ পরমাত্মারূপেও পূজিত হন, কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির কোন পূজা হয় না। যারা ভগবানের নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত, তারা তার ধ্যানই করুক অথবা অন্য আর যাই কিছুই করুক, তারা সকলেই নরকের পথিক, সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (১২/৫) বলা হয়েছে যে, নির্বিশেষবাদীরা কেবল মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে তাদের সময়েরই অপচয় করে, কেননা তারা বাস্তব বস্তু থেকে কুতর্কেই অধিক আগ্রহী। তাই, ব্রহ্মা এখানে নির্বিশেষবাদীদের সঙ্গ প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশ দিয়েছেন।

পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত অংশ-প্রকাশ সমশক্তিসম্পন্ন, সেই সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

দীপার্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্মা ।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

একটি দীপ থেকে যেমন অন্য দীপশিখা জ্বালান হয়, তেমনই ভগবান নিজেকে বিস্তার করেন। যদিও আদি দীপশিখা বা শ্রীকৃষ্ণ আদি পুরুষ গোবিন্দ বলে স্বীকৃত হয়েছেন। রাম, নৃসিংহ, বরাহ আদি অন্য সমস্ত প্রকাশও আদি পুরুষ গোবিন্দেরই

মতো সমান শক্তিমান। এই সমস্ত অংশপ্রকাশ চিন্ময়। শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমতত্ত্ব চিরকাল জড়া প্রকৃতির কলুষিত সংস্পর্শ থেকে মুক্ত। ভগবানের চিন্ময় ধামে অনর্থক বাক্যবিন্যাস ও কার্যকলাপ নেই। ভগবানের সব কটি রূপই চিন্ময়, এবং সেই প্রকাশসমূহ অভিন্ন। ভগবদ্ভক্ত জড় বাসনা বজায় রাখলেও, ভক্তকে প্রদর্শিত ভগবানের বিশেষ রূপ কখনই জড় নয়, এমনকি তা জড়া প্রকৃতির প্রভাবেও প্রকাশিত হয় না, যে-কথা নির্বিশেষবাদীরা মূর্খের মতো মনে করে থাকে। যে সমস্ত নির্বিশেষবাদী ভগবানের সচ্চিদানন্দ-স্বরূপকে জড়া প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বলে মনে করে, তারা অবশ্যই নরকের পথের পথিক।

শ্লোক ৫

যে তু ত্বদীয়চরণাম্বুজকোশগন্ধং
জিঘ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃশ্রুতিবাতনীতম্ ।
ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং
নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎস্বপুংসাম্ ॥ ৫ ॥

যে—যারা; তু—কিন্তু; ত্বদীয়—আপনার; চরণ-অম্বুজ—চরণকমল; কোশ—অভ্যন্তর; গন্ধম্—সৌরভ; জিঘ্রন্তি—সুগন্ধ; কর্ণ-বিবরৈঃ—কর্ণরন্ধ্র পথে; শ্রুতি-বাত-নীতম্—বৈদিক শব্দ-তরঙ্গ দ্বারা বাহিত; ভক্ত্যা—ভক্তির দ্বারা; গৃহীত-চরণঃ—চরণকমল অঙ্গীকার করে; পরয়া—চিন্ময়; চ—ও; তেষাম্—তাদের জন্য; ন—কখনই না; অপৈষি—পৃথক; নাথ—হে প্রভু; হৃদয়—হৃদয়; অম্বু-রুহাৎ—পদ্ম থেকে; স্ব-পুংসাম্—আপনার নিজের ভক্তদের।

অনুবাদ

হে প্রভু! বৈদিক শব্দ-তরঙ্গরূপ বায়ুর দ্বারা বাহিত আপনার চরণকমলের সৌরভ যাঁরা তাঁদের কর্ণরন্ধ্রের দ্বারা আঘ্রাণ করেছেন, তাঁরা আপনার প্রেমময়ী সেবা অঙ্গীকার করেন। তাঁদের হৃদয়পদ্ম থেকে আপনি কখনও বিচ্ছিন্ন হন না।

তাৎপর্য

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের কাছে ভগবানের চরণারবিন্দের ঊর্ধ্বে আর কিছু নেই, এবং ভগবানও জানেন যে, তাঁর ভক্তেরা তাঁকে ছাড়া আর কিছু চান না। এখানে তু শব্দটি বিশেষভাবে সেই সত্য প্রতিপন্ন করছে। ভগবানও সেই শুদ্ধ ভক্তদের

হৃদয়-পদ্ম থেকে পৃথক হতে চান না। সেইটি হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্ক। যেহেতু ভগবান এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তদের হৃদয় থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চান না, তার ফলে বোঝা যায় যে, নির্বিশেষবাদীদের থেকে তাঁরা তাঁর অধিকতর প্রিয়। বৈদিক অনুশাসনের প্রামাণিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমেই শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক বিকশিত হয়। এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তেরা ভাবুক নন, পক্ষান্তরে তাঁরা যথার্থ বাস্তববাদী, কেননা বৈদিক শাস্ত্রে উল্লিখিত তত্ত্বকথা শ্রবণের মাধ্যমে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন যে সমস্ত বৈদিক মহাজন, তাঁদের কার্যকলাপ সেই সব মহাজন কর্তৃক অনুমোদিত।

এখানে *পরয়া* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পরা ভক্তি বা ভগবানের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম, ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভিত্তি। ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত আদি প্রামাণিক উৎস থেকে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কর্তৃক গীত ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদি শ্রবণ করার মাধ্যমেই কেবল ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের এই সর্বোচ্চ স্তর লাভ করা যায়।

শ্লোক ৬

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥ ৬ ॥

তাবৎ—ততক্ষণ পর্যন্ত; ভয়ম্—ভয়; দ্রবিণ—ধন; দেহ—শরীর; সুহৃৎ—আত্মীয়স্বজন; নিমিত্তম্—সেই জন্য; শোকঃ—শোক; স্পৃহা—বাসনা; পরিভবঃ—পরিকর; বিপুলঃ—অত্যধিক; চ—ও; লোভঃ—লালসা; তাবৎ—ততক্ষণ পর্যন্ত; মম—আমার; ইতি—এইভাবে; অসৎ—নশ্বর; অবগ্রহঃ—উদ্যম; আর্তি-মূলম্—উৎকণ্ঠাপূর্ণ; যাবৎ—যতক্ষণ; ন—করে না; তে—আপনার; অঙ্ঘ্রিম্ অভয়ম্—অভয় শ্রীপাদপদ্ম; প্রবৃণীত—আশ্রয় গ্রহণ করে; লোকঃ—এই জগতের মানুষ।

অনুবাদ

হে প্রভু! এই জগতের মানুষেরা সব রকম জাগতিক চিন্তায় হতবুদ্ধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে—তারা সর্বদাই ভয়ভীত থাকে। তারা সর্বক্ষণ তাদের ধন, দেহ এবং

আত্মীয়স্বজনদের রক্ষা করার চেষ্টা করে, তাই তারা সর্বক্ষণ শোক এবং অবৈধ বাসনায় পূর্ণ থাকে। তারা 'আমি' এবং 'আমার' এই নশ্বর ধারণার ভিত্তিতে লোভের বশবর্তী হয়ে সমস্ত উদ্যোগ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আপনার নিরাপদ শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এই প্রকার দুশ্চিন্তায় পূর্ণ থাকে।

তাৎপর্য

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, পারিবারিক বিষয়ের চিন্তায় যারা বিহ্বল, তারা কিভাবে নিরন্তর ভগবানের নাম, যশ, গুণ ইত্যাদির চিন্তা করতে পারে। জড় জগতে সকলেই পরিবারের ভরণ-পোষণ, সম্পত্তি সুরক্ষা, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদির চিন্তায় মগ্ন। তাই তারা সর্বক্ষণ ভয় এবং শোকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের মান-মর্যাদা বজায় রাখার চেষ্টা করে। এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত এই শ্লোকটি অত্যন্ত উপযুক্ত।

ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কখনও নিজেকে তাঁর ঘরের মালিক বলে মনে করেন না। পরমেশ্বর ভগবানের চরম নিয়ন্ত্রণের অধীনে তিনি সব কিছু সমর্পণ করেন, তার ফলে তাঁর পরিবারের ভরণ-পোষণ এবং আত্মীয়স্বজনদের রক্ষার চিন্তা এবং ভয় থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন। তাঁর এই শরণাগতির ফলে তাঁর ধন-সম্পদের প্রতি কোন রকম আকর্ষণ থাকে না। আর ধন-সম্পদের প্রতি যদি কোন রকম আকর্ষণ থেকেও থাকে, তাহলে তা তাঁর নিজের ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য নয়, পক্ষান্তরে পরমেশ্বর ভগবানের সেবার জন্য। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সাধারণ মানুষের মতো ধন-সম্পদ আহরণের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন, কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, ভক্ত ধন-সম্পদ সংগ্রহ করেন ভগবানের সেবার জন্য আর সাধারণ মানুষ তা সংগ্রহ করে তাদের ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য। ভক্তের ধন-সম্পদ আহরণ বৈষয়িক মানুষদের মতো উদ্বেগের কারণ হয় না। শুদ্ধ ভক্ত যেহেতু সব কিছুই ভগবানের সেবার জন্য গ্রহণ করেন, তাই ধন-সঞ্চয়রূপী সর্পের বিষদাঁত ভেঙে যায়। যে সাপের বিষদাঁত ভেঙে ফেলা হয়েছে, সে যদি মানুষকে কামড়ায়, তাহলে কোন রকম ক্ষতি হয় না। অনুরূপভাবে, ভগবানের উদ্দেশ্যে সঞ্চিত ধনের কোন বিষদাঁত নেই, এবং তাই তার ফল বিপজ্জনক নয়। শুদ্ধ ভক্ত এই পৃথিবীতে একজন সাধারণ মানুষের মতো থাকলেও তিনি কখনও জড়জাগতিক বিষয়ে জড়িয়ে পড়েন না।

শ্লোক ৭

দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ
সর্বাশুভোপশমনাদ্বিমুখেন্দ্রিয়া যে ।
কুর্বন্তি কামসুখলেশলবায় দীনা
লোভাভিভূতমনসোঽকুশলানি শশ্বৎ ॥ ৭ ॥

দৈবেন—দুর্ভাগ্যবশত; তে—তারা; হৃত-ধিয়ঃ—স্মৃতিভ্রংশ; ভবতঃ—আপনার; প্রসঙ্গাৎ—বিষয় থেকে; সর্ব—সমস্ত; অশুভ—অমঙ্গল; উপশমনাৎ—নিগ্রহ করে; বিমুখ—বিরোধী; ইন্দ্রিয়াঃ—ইন্দ্রিয়সমূহ; যে—যারা; কুর্বন্তি—করে; কাম—ইন্দ্রিয় উপভোগ; সুখ—সুখ; লেশ—ক্ষুদ্র; লবায়—অল্পক্ষণের জন্য; দীনাঃ—দরিদ্র ব্যক্তি; লোভ-অভিভূত—লালসার দ্বারা অভিভূত; মনসঃ—যার মন; অকুশলানি—অমঙ্গলজনক কার্যকলাপ; শশ্বৎ—সর্বদা।

অনুবাদ

হে প্রভু। যারা আপনার সর্ব মঙ্গলময় দিব্য লীলাসমূহ কীর্তন ও শ্রবণে বঞ্চিত, তারা অবশ্যই অত্যন্ত দুর্ভাগা এবং বিবেকহীন। তারা অতি অল্পক্ষণের জন্য ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করে, অশুভ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়।

তাৎপর্য

পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে মানুষ কেন ভগবানের মহিমা কীর্তন এবং শ্রবণের মতো মঙ্গলজনক কার্যকলাপের প্রতি বিমুখ হয়, যা জড় অস্তিত্বের উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা থেকে সর্বতোভাবে তাদের মুক্ত করতে পারে। এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হচ্ছে যে, তারা দুর্ভাগা, কেননা তারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনের অপরাধজনক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার ফলে আধিদৈবিক নিয়ন্ত্রণের অধীন। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা এই প্রকার দুর্ভাগাদের প্রতি দয়াপরবশ হন, এবং তাদের ভগবৎ ভক্তির প্রতি উন্মুখ করার জন্য প্রচার কার্যে ব্রতী হন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের কৃপার প্রভাবেই কেবল এই প্রকার দুর্ভাগা মানুষেরা ভগবানের অপ্রাকৃত সেবার স্তরে উন্নীত হতে পারে।

শ্লোক ৮

ক্ষুত্ত্বট্ত্রিধাতুভিরিমা মুহুরর্দ্যমানাঃ
শীতোষ্ণবাতবরষৈরিতরেতরাচ্চ ।
কামাগ্নিনাচ্যুতরুষা চ সুদুর্ভরেণ
সম্পশ্যতো মন উরুক্রম সীদতে মে ॥ ৮ ॥

ক্ষুৎ—ক্ষুধা; তৃট্—তৃষ্ণা; ত্রি-ধাতুভিঃ—কফ, পিত্ত ও বায়ু নামক তিন ধাতু; ইমাঃ—এই সমস্ত; মুহুঃ—সর্বদা; অর্দ্যমানাঃ—বিচলিত; শীত—ঠাণ্ডা; উষ্ণ—গ্রীষ্ম; বাত—বায়ু; বরষৈঃ—বৃষ্টির দ্বারা; ইতর-ইতরাৎ—এবং অন্য নানা প্রকার উপদ্রব; চ—ও; কাম-অগ্নিনা—তীব্র যৌন আকাঙ্ক্ষার দ্বারা; অচ্যুত-রুষা—অনর্গল ক্রোধ; চ—ও; সুদুর্ভরেণ—অত্যন্ত অসহ্য; সম্পশ্যতঃ—এইভাবে অবলোকন করে; মনঃ—মন; উরুক্রম—হে মহান অভিনেতা; সীদতে—হতাশ হয়; মে—আমার।

অনুবাদ

হে মহান অভিনেতা। হে প্রভু। এই সমস্ত হতভাগ্য জীবেরা নিরন্তর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, পিত্ত, কফ উৎপাদক শীত, প্রবল গ্রীষ্ম, বৃষ্টি আদি নানাবিধ উপদ্রবের দ্বারা সর্বদা বিচলিত হয়, এবং তীব্র যৌন আবেদন ও অনর্গল ক্রোধের দ্বারা নিরন্তর অভিভূত হয়। আমি তাদের প্রতি করুণা অনুভব করি, এবং তাদের এই দুর্দশা দেখে আমি অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করি।

তাৎপর্য

ত্রিতাপ দুঃখজর্জরিত এবং নানা প্রকার জড়জাগতিক অসুবিধাগ্রস্ত বদ্ধ জীবদের অবস্থা দর্শন করে ব্রহ্মার মতো শুদ্ধ ভক্ত এবং তাঁর শিষ্য পরম্পরায় যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা সর্বদাই অত্যন্ত ব্যথিত হন। এই প্রকার দুঃখ-দুর্দশা থেকে মানুষকে মুক্ত করার উপায় না জেনে, যারা নিজেরাই দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত, সেই প্রকার মানুষেরা কখনও কখনও জনসাধারণের নেতা সাজার অভিনয় করে, এবং তার ফলে তাদের হতভাগ্য অনুগামীরা আরও অধিক দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত হয়। তাদের অবস্থা অন্ধ কর্তৃক পরিচালিত অন্যান্য অন্ধদের গর্তে পড়ার মতো। তাই ভগবদ্ভক্তেরা তাদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের প্রকৃত মার্গ প্রদর্শন করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের জীবন নৈরাশ্যপূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যে সমস্ত ভগবদ্ভক্ত স্বেচ্ছায় ইন্দ্রিয় সুখপরায়ণ মূর্খ বিষয়াসক্ত মানুষদের উদ্ধার করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাঁরাও ব্রহ্মার মতোই ভগবানের অন্তরঙ্গ।

শ্লোক ৯

যাবৎপৃথক্ত্বমিদমাত্মন ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াবলং ভগবতো জন ঈশ পশ্যেৎ ।
তাবন্ন সংসৃতিরসৌ প্রতিসংক্রমেত
ব্যর্থাপি দুঃখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা ॥ ৯ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ; পৃথক্ত্বম্—পার্থক্য সৃষ্টিকারী; ইদম্—এই; আত্মনঃ—দেহের; ইন্দ্রিয়-অর্থ—ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য; মায়া-বলম্—বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাব; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; জনঃ—একজন ব্যক্তি; ঈশ—হে ভগবান; পশ্যেৎ—দর্শন করেন; তাবৎ—ততক্ষণ পর্যন্ত; ন—না; সংসৃতিঃ—জড় অস্তিত্বের প্রভাব; অসৌ—সেই মানুষ; প্রতিসংক্রমেত—পরাভূত করতে পারে; ব্যর্থা অপি—নিরর্থক হওয়া সত্ত্বেও; দুঃখ-নিবহম্—বহুবিধ কষ্ট; বহতী—বহন করে; ক্রিয়া-অর্থা—সকাম কর্মের জন্য।

অনুবাদ

হে প্রভু! আত্মার পক্ষে জড়জাগতিক দুঃখ-কষ্টের বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই। তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত বদ্ধ জীব দেহাত্মবুদ্ধিতে আবদ্ধ থেকে ইন্দ্রিয় সুখভোগের চেষ্টায় লিপ্ত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আপনার বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে, জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারে না।

তাৎপর্য

জড় জগতে জীবের সমস্ত ক্লেশের কারণ হচ্ছে যে, সে মনে করে সে স্বাধীন। বদ্ধ ও মুক্ত উভয় অবস্থাতেই জীব সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু বহিরঙ্গা প্রকৃতির প্রভাবে বদ্ধ জীব মনে করে যে, সে পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। জীবের স্বরূপগত স্থিতি হচ্ছে তার সমস্ত বাসনার সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার সামঞ্জস্য স্থাপন করা, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য। ভগবদ্গীতায় (২/৫৫) বলা হয়েছে—*প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্* — তাকে সব রকম মনগড়া পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হবে। জীবের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করা। তাহলে তা তাকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করবে।

শ্লোক ১০

অহ্ন্যাপৃতার্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥ ১০ ॥

অহ্নি—দিবাভাগে; আপৃত—ব্যস্ত; আর্ত—দুঃখদায়ক প্রবৃত্তি; করণাঃ—ইন্দ্রিয়সমূহ; নিশি—রাত্রে; নিঃশয়ানাঃ—নিদ্রাহীন; নানা—বিবিধ; মনোরথ—মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনা; ধিয়া—বুদ্ধির দ্বারা; ক্ষণ—নিরন্তর; ভগ্ন—ভগ্ন; নিদ্রাঃ—ঘুম; দৈব—অলৌকিক; আহত-অর্থ—ব্যর্থ; রচনাঃ—পরিকল্পনা; ঋষয়ঃ—মহর্ষিগণ; অপি—ও; দেব—হে প্রভু; যুষ্মৎ—আপনার; প্রসঙ্গ—বিষয়; বিমুখাঃ—বিরোধী; ইহ—এই জড় জগতে; সংসরন্তি—আবর্তিত হয়।

অনুবাদ

এই প্রকার অভক্তেরা তাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও কঠোর পরিশ্রমে নিযুক্ত করে। রাত্রে তারা অনিদ্রা রোগ ভোগ করে, কেননা তাদের বুদ্ধি নিরন্তর নানা প্রকার মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনা দ্বারা তাদের নিদ্রা ভঙ্গ করতে থাকে। আধিদৈবিক শক্তির দ্বারা তাদের সমস্ত প্রকার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। এমনকি মহান ঋষিরাও যদি চিন্ময় বিষয়ের প্রতি বিমুখ হয়, তাহলে তারাও এই সংসারে আবর্তিত হতে থাকে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তির প্রতি যাদের রুচি নেই, তারা জড়জাগতিক কার্যকলাপে মগ্ন থাকে। তারা প্রায় সকলেই দিনের বেলায় কঠোর শারীরিক পরিশ্রমে লিপ্ত থাকে। তাদের ইন্দ্রিয়সমূহ বড় বড় কলকারখানায় অত্যন্ত কষ্টদায়ক ভারী কাজে প্রবৃত্ত থাকে। সেই সমস্ত কলকারখানার মালিকেরা তাদের উৎপাদনজাত দ্রব্য বিক্রির চেষ্টায় সর্বদা ব্যস্ত থাকে, আর শ্রমিকেরা বিশাল যান্ত্রিক আয়োজনের মাধ্যমে ব্যাপক উৎপাদনের কার্যে প্রবৃত্ত থাকে। নরকের অপর নাম 'কারখানা'। রাত্রিবেলায়, নারকীয় কার্যকলাপে নিযুক্ত এই সমস্ত মানুষেরা তাদের পরিশ্রান্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে তৃপ্তিদান করার জন্য মদ এবং কামিনীর শরণ গ্রহণ করে। কিন্তু তারা নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাতে পর্যন্ত পারে না, কেননা তাদের মনোধর্ম-প্রসূত নানা প্রকার পরিকল্পনা নিরন্তর তাদের ঘুম ভেঙে দেয়। অনিদ্রা রোগের ফলে, রাতে ঘুমাতে না পারার ফলে, কখনও কখনও তারা সকালবেলায় একটু তন্দ্রা অনুভব করে মাত্র। আধিদৈবিক শক্তির ব্যবস্থার ফলস্বরূপ এই জগতের বড় বড় বৈজ্ঞানিক এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার ফলে জন্ম-জন্মান্তরে নিরাশ হয়। অবিলম্বে পৃথিবীর ধ্বংস সাধনের জন্য কোন বড় বৈজ্ঞানিক আণবিক শক্তি আবিষ্কার করার ফলে পৃথিবীর সর্বোত্তম পুরস্কার প্রাপ্ত

হতে পারে, কিন্তু তাকেও জড়া প্রকৃতির দৈববিধান অনুসারে তার কর্মের ফলস্বরূপ জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আবর্তিত হতে হয়। এই সমস্ত মানুষ যারা ভক্তিযোগের বিরোধী, তাদের অবশ্যই এই জড় জগতে আবর্তিত হতে হবে।

এই শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঋষিরাও যদি ভগবদ্ভক্তি বিমুখ হন, তাহলে তাদেরও জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হবে। কেবল এই যুগেই নয়, পূর্বেও ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে সম্পর্কবিহীন বহু মুনি-ঋষি তাদের মনগড়া ধর্মপদ্ধতি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তিবিহীন কোন ধর্ম কখনও হতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জীবদের নেতা, এবং কেউই তাঁর সমকক্ষ বা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। এমনকি ভগবানের নির্বিশেষ রূপ এবং সর্বব্যাপ্ত অন্তর্যামী রূপও ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। তাই ভগবদ্ভক্তির পন্থা ব্যতীত জীবের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের কোন প্রকার ধর্ম অথবা দর্শন হতে পারে না।

যে সমস্ত নির্বিশেষবাদী মুক্তি লাভের জন্য নানা প্রকার তপশ্চর্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধনের কষ্ট স্বীকার করে, তারা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তিতে স্থিত না হওয়ার ফলে তারা পুনরায় জড় জগতে অধঃপতিত হয়, এবং আর একটি জড় জীবন ভোগ করতে বাধ্য হয়। সেই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন—
ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

"যারা ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত ভ্রমবশত নিজেদের মুক্ত বলে মনে করে, তারা ব্রহ্মজ্যোতি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, কিন্তু তাদের চেতনা অশুদ্ধ হওয়ার ফলে তারা বৈকুণ্ঠলোকে কোন আশ্রয় পায় না, এবং তথাকথিত মুক্ত পুরুষেরা পুনরায় জড় জগতে অধঃপতিত হয়।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১০/২/৩২)

তাই, ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব ব্যতীত কেউই ধর্মের পন্থা সৃষ্টি করতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে আমরা দেখেছি যে, ধর্মের প্রবর্তক হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং। ভগবদ্গীতাতেও আমরা দেখতে পাই যে, ভগবানের কাছে সর্বস্ব সমর্পণ করা ব্যতীত অন্য যে সমস্ত ধর্মের পন্থা রয়েছে, ভগবান সে সবের নিন্দা করেছেন। যে পদ্ধতি ভগবদ্ভক্তির প্রতি মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তাই প্রকৃত ধর্ম বা দর্শন,

এছাড়া আর কিছু নয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে অভক্তদের দণ্ডদাতা যমরাজের এই উক্তিটি আমরা পাই—

ধর্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং
ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ ॥

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্মং ভাগবতং ভটাঃ ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥

"পরমেশ্বর ভগবানই ধর্মতত্ত্বের প্রণেতা। তিনি ছাড়া আর কেউ নন। এমনকি মুনি-ঋষি এবং দেবতারাও এই তত্ত্ব রচনা করতে পারেন না। যেহেতু মহর্ষি এবং দেবতারাও ধর্মের তত্ত্ব তৈরি করতে পারে না, তাহলে তথাকথিত সিদ্ধ, অসুর, মানুষ, বিদ্যাধর, চারণ আদি নিম্ন স্তরের গ্রহলোকে বসবাসকারী প্রাণীদের আর কি কথা? ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার যোগ্য ভগবানের বার জন প্রতিনিধি রয়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন ব্রহ্মা, নারদ, শিব, চতুঃসন, কপিলদেব, মনু, প্রহ্লাদ মহারাজ, জনকরাজ, ভীষ্ম, বলি মহারাজ, শুকদেব গোস্বামী এবং যমরাজ।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৬/৩/১৯-২১)

ধর্মের তত্ত্ব কোন সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়, সাধারণত পৃথিবীতে ধর্ম নামে যে আচরণ হয়, তা মানুষকে নৈতিক ভূমিকা পর্যন্ত নিয়ে যায়। অহিংসা ইত্যাদির আচরণ ভ্রান্ত মানুষদের জন্য আবশ্যক, কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ নৈতিক ও অহিংসক হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে ধর্মের সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। অহিংসা ও নৈতিকতার স্তরে স্থিত ব্যক্তির পক্ষেও প্রকৃত ধর্ম উপলব্ধি করা কঠিন। ধর্মের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গোপন, কেননা যখনই কোন ব্যক্তি ধর্মের বাস্তবিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অবগত হয়, তখন সে মুক্ত হয়ে নিত্য জ্ঞানময় এবং আনন্দময় জীবন লাভ করে। তাই যারা ভগবদ্ভক্তির স্তরে স্থিত নয়, তাদের অজ্ঞ জনসাধারণের ধর্মীয় নেতা সাজার অভিনয় করা উচিত নয়। ঈশোপনিষদে এই অনাচারকে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে নিম্নলিখিত মন্ত্রে—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে ।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥ (ঈশোপনিষদ ১২)

প্রকৃত ধর্মের তত্ত্ব ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে যথাযথভাবে না জেনে যে সব ব্যক্তি ধর্মের নামে অন্যদের পথ ভ্রষ্ট করে, তাদের থেকে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তিরা যারা ধর্ম বিষয়ে কোন কিছুই করে না, তারাই অপেক্ষাকৃত বেশি ভাল। এই সমস্ত তথাকথিত ধর্মনেতারা ব্রহ্মা এবং অন্যান্য মহাজনদের দ্বারা অবশ্যই নিন্দিত হয়েছেন।

শ্লোক ১১

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্ ।
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ১১ ॥

ত্বম্—আপনাকে; ভক্তি-যোগ—ভক্তিযোগে; পরিভাবিত—সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হয়ে; হৃৎ—হৃদয়ের; সরোজে—পদ্মে; আস্সে—আপনি নিবাস করেন; শ্রুত-ঈক্ষিত—কর্ণের দ্বারা দর্শন; পথঃ—পথ; ননু—এখন; নাথ—হে প্রভু; পুংসাম্—ভক্তদের; যৎ-যৎ—যা কিছু; ধিয়া—ধ্যানের দ্বারা; তে—আপনার; উরুগায়—বিপুল যশসম্পন্ন; বিভাবয়ন্তি—তারা বিশেষভাবে চিন্তা করে; তৎ-তৎ—ঠিক সেই; বপুঃ—দিব্য রূপ; প্রণয়সে—আপনি প্রকট করেন; সৎ-অনুগ্রহায়—আপনার অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করার জন্য।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনার ভক্তেরা যথাযথভাবে শ্রবণ করার মাধ্যমে আপনাকে দর্শন করতে পারেন, এবং তাঁদের হৃদয় তখন নির্মল হয়, এবং সেখানে আপনি আপনার আসন গ্রহণ করেন। আপনার ভক্তদের প্রতি আপনি এতই কৃপাময় যে, যেই রূপে তাঁরা নিরন্তর আপনাকে চিন্তা করেন, তাঁদের কাছে আপনি আপনার সেই প্রকার দিব্য এবং শাশ্বত স্বরূপ প্রকাশ করেন।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভক্ত ভগবানের যেই রূপের আরাধনা করেন, সেই রূপে ভগবান তাঁর কাছে প্রকাশিত হন। এই উক্তিটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবান ভক্তের ইচ্ছার এতই অধীন হন যে, ভক্ত যেই রূপে তাঁকে দর্শন করার জন্য

দাবি করেন, সেই রূপে তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেন। ভক্তের এই দাবি ভগবান পূর্ণ করেন, কেননা তিনি ভক্তের প্রেমভক্তির বশীভূত। এই তত্ত্ব ভগবদ্গীতায় (৪/১১) প্রতিপন্ন হয়েছে—*যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্* । কিন্তু এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভগবান ভক্তের আজ্ঞাবাহক নন। এই শ্লোকটিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—*ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিত* । এর দ্বারা সুপক্ক ভক্তি বা ভগবৎ প্রেমের দ্বারা লভ্য দক্ষতা লাভকে সূচিত করছে। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ফলে ধীরে ধীরে শ্রদ্ধা থেকে এই প্রেমের স্তর লাভ হয়। শ্রদ্ধার প্রভাবে আদর্শ ভক্তের সঙ্গ লাভ হয়, এবং এই সঙ্গ প্রভাবে ভজন-ক্রিয়া শুরু হয়, যার অর্থ হচ্ছে যথাযথভাবে দীক্ষা গ্রহণ করে শাস্ত্র নির্দেশ অনুসারে ভক্তির প্রাথমিক কর্তব্যগুলি সম্পাদন করা। এখানে *শ্রুতেক্ষিত* শব্দটির মাধ্যমে সেই কথা স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে। *শ্রুতেক্ষিত* পন্থা হচ্ছে জড় ভাবাবেগ থেকে মুক্ত বৈদিক জ্ঞানসম্পন্ন আদর্শ ভক্তের কাছে শ্রবণ করা। এই শ্রবণের মাধ্যমে নবীন ভক্ত সমস্ত জড় আবর্জনা থেকে মুক্ত হন, এবং তার ফলে তিনি বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত ভগবানের অসংখ্য দিব্য রূপের কোন একটির প্রতি আসক্ত হন।

ভগবানের কোন এক রূপের প্রতি ভক্তের এই আসক্তি স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয়। প্রতিটি জীবই কোন একটি বিশেষ অপ্রাকৃত সেবার দ্বারা ভগবানের প্রতি আসক্ত, কেননা প্রতিটি জীবই তার স্বরূপে ভগবানের নিত্য দাস। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। তাই, প্রতিটি জীবেরই পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে বিশেষ সেবার এক নিত্য সম্পর্ক রয়েছে। ভগবানের প্রতি বৈধী ভক্তির অনুশীলনের ফলে এই বিশেষ আসক্তির বিকাশ হয়। এইভাবে ভক্ত ভগবানের শাশ্বত রূপের প্রতি আসক্ত হন যেন পূর্ব থেকেই তাঁর সেই নিত্য আসক্তি ছিল। ভগবানের বিশেষ রূপের প্রতি এই আকর্ষণকে বলা হয় *স্বরূপ-সিদ্ধি* । ভগবান শুদ্ধ ভক্তের বাসনা অনুসারে তাঁর হৃদয়কমলে বিরাজ করেন, এবং তার ফলে ভগবান কখনও তাঁর ভক্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হন না, যা পূর্ববর্তী শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবান কিন্তু তা বলে কখনও নিষ্ঠাহীন অসাধু পূজকের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন না, যারা তাকে তাদের স্বার্থসাধনের জন্য ব্যবহার করতে পারে। সেই কথা ভগবদ্গীতায় (৭/২৫) প্রতিপন্ন হয়েছে—*নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ* । প্রকৃতপক্ষে, অভক্ত অথবা ইন্দ্রিয় সুখভোগ পরায়ণ মিছা ভক্তদের কাছে তিনি যোগমায়ার দ্বারা নিজেকে আবৃত করে রাখেন। যে সমস্ত মিছা ভক্ত জগতের কার্যকলাপের অধ্যক্ষ দেব-দেবীদের পূজা করে, সেই সমস্ত কপট ভক্তদের কাছে তিনি কখনও নিজেকে প্রকাশ করেন না। অর্থাৎ

ভগবান কখনও মিছা ভক্তদের আজ্ঞাপালনকারী হতে পারেন না, কিন্তু সব রকম জড় কলুষের প্রভাব থেকে মুক্ত ঐকান্তিক শুদ্ধ ভক্তের বাসনা পূর্ণ করার জন্য ভগবান সর্বদাই প্রস্তুত।

শ্লোক ১২

নাতিপ্রসীদতি তথোপচিতোপচারৈ-
রারাধিতঃ সুরগণৈর্হৃদিবদ্ধকামৈঃ ।
যৎসর্বভূতদয়য়াসদলভ্যয়ৈকো
নানাজনেষ্ববহিতঃ সুহৃদন্তরাত্মা ॥ ১২ ॥

ন—কখনই না; অতি—অত্যন্ত; প্রসীদতি—প্রসন্ন হন; তথা—ততখানি; উপচিত—আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনের দ্বারা; উপচারৈঃ—বহুবিধ আরাধনার সামগ্রীসহ; আরাধিতঃ—পূজিত হয়ে; সুরগণৈঃ—দেবতাদের দ্বারা; হৃদি বদ্ধ-কামৈঃ—সব রকম জড় বাসনায় পূর্ণ হৃদয়; যৎ—যা; সর্ব—সমস্ত; ভূত—জীব; দয়য়া—অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করার জন্য; অসৎ—অভক্ত; অলভ্যয়া—লাভ না করে; একঃ—অদ্বিতীয়; নানা—বিবিধ; জনেষু—জীবেদের মধ্যে; অবহিতঃ—অনুভূত; সুহৃৎ—হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু; অন্তঃ—আভ্যন্তরীণ; আত্মা—পরমাত্মা।

অনুবাদ

হে প্রভু! মহা আড়ম্বরে, বিবিধ উপচার সহকারে আপনার পূজা করলেও যারা নানা প্রকার জড় কামনা-বাসনায় পূর্ণ, সেই সমস্ত দেবতাদের পূজায় আপনি ততটা প্রসন্ন হন না। আপনার অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করার জন্য আপনি সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন, এবং আপনি সকলের নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু অভক্তদের কাছে আপনি অলভ্য।

তাৎপর্য

স্বর্গলোকের দেবতারা, যাঁরা জড় জগতের বিভিন্ন বিভাগের প্রশাসক, তাঁরাও ভগবানের ভক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের জড়জাগতিক ঐশ্বর্য এবং ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনা রয়েছে। ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি তাঁদের বাসনারও অতীত সব রকম জড় সুখ প্রদান করেন, কিন্তু তিনি তাঁদের প্রতি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট নন, কেননা তাঁরা তাঁর শুদ্ধ ভক্ত নন। ভগবান চান না যে, তাঁর অসংখ্য

সন্তানদের মধ্যে (জীবেদের মধ্যে) একজনও ত্রিতাপ দুঃখ সমন্বিত এই জড় জগতে নিরন্তর জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির দুঃখভোগ করুক। স্বর্গের দেবতারা এবং এই পৃথিবীরও অনেক ভক্ত জড় সুখভোগ করার জন্য এই জড় জগতে থাকতে চান। নিম্নতর জীবনে অধঃপতিত হওয়ার বিপদ সত্ত্বেও তাঁরা তা করেন, এবং তার ফলে ভগবান তাঁদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

শুদ্ধ ভক্তেরা কখনও কোন রকম জড় সুখের বাসনা করেন না, আবার তাঁরা এর বিরোধীও নন। তাঁরা তাঁদের সমস্ত কামনা-বাসনা ভগবানের বাসনার সঙ্গে সংযোজন করেন এবং তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থে কোন কিছু করেন না। অর্জুন তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। পারিবারিক স্নেহের বশবর্তী হয়ে অর্জুন যুদ্ধ করতে চাননি, কিন্তু ভগবদ্গীতা শ্রবণ করার পর, তিনি ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে যুদ্ধ করতে সম্মত হন। ভগবান তাই তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন, কেননা তাঁরা তাঁদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কোন কিছু না করে কেবল ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে সব কিছু করেন। পরমাত্মারূপে ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করেন, সর্বদা সকলকে সৎ উপদেশ প্রদান করেন। তাই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে এই সুযোগের যথার্থ সদ্ব্যবহার করে সর্বতোভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া।

অভক্তেরা দেবতাদের মতো নয়, আবার শুদ্ধ ভক্তদের মতোও নয়। তারা ভগবানের সঙ্গে অপ্রাকৃত সম্পর্ক স্থাপনে বিমুখ। তারা ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, এবং নিরন্তর তাদের কার্যকলাপের প্রতিফল ভোগ করে।

ভগবদ্গীতায় (৪/১১) উল্লেখ করা হয়েছে—*যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্* । "ভগবান যদিও প্রতিটি জীবের প্রতি সমভাবে কৃপাপরায়ণ, কিন্তু জীব নিজেদের আচরণ অনুসারে স্বল্প অথবা অধিক পরিমাণে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করতে সক্ষম।" দেবতাদের বলা হয় সকাম ভক্ত কিন্তু শুদ্ধ ভক্তেরা হচ্ছেন নিষ্কাম ভক্ত, কেননা তাঁদের ব্যক্তিগত কোন রকম স্বার্থ নেই। সকাম ভক্তেরা স্বার্থপর, কেননা তাঁরা অন্যদের কথা চিন্তা করেন না, এবং তাই তাঁরা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করতে পারেন না, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবানের বাণী প্রচার করে অভক্তদের ভক্তে পরিণত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এবং তাই তাঁরা ভগবানকে দেবতাদের থেকেও অধিক সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হন। ভগবান অভক্তদের প্রতি উদাসীন, যদিও তিনি পরমাত্মারূপে এবং সুহৃৎরূপে তাদের সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করেন। যাই হোক না কেন, তিনি কিন্তু তাদের তাঁর বাণীর প্রচার কার্যে নিযুক্ত শুদ্ধ ভক্তদের মাধ্যমে তাঁর কৃপা গ্রহণের সুযোগ দেন। কখনও কখনও

ভগবান তাঁর বাণী প্রচারের জন্য স্বয়ং অবতরণ করেন, যেমন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে তিনি করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর আদর্শ প্রতিনিধিদের প্রেরণ করেন, এবং এইভাবে তিনি অভক্তদের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করেন। ভগবান শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি এতই সন্তুষ্ট যে, তিনি তাঁদের প্রচার কার্যে সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার কৃতিত্ব দান করেন, যদিও তিনি স্বয়ং তা করতে পারতেন। এইটি সকাম ভক্তদের তুলনায় নিষ্কাম ভক্তদের প্রতি তাঁর সন্তুষ্ট হওয়ার লক্ষণ। এই প্রকার চিন্ময় কার্যকলাপের দ্বারা ভগবান যুগপৎ পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ থেকে মুক্ত হন, এবং তাঁর ভক্তদের প্রতি প্রসন্নতা প্রদর্শন করেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—যদি ভগবান অভক্তদের হৃদয়েও বিরাজ করেন, তাহলে কেন তারাও ভক্ত হয় না? তার উত্তরে বলা যায় যে, দুরাগ্রহী অভক্তেরা উষর ভূমির মতো অথবা ক্ষারযুক্ত ক্ষেত্রের মতো, যেখানে কোন রকম কৃষিকার্য সফল হয় না। ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে প্রতিটি জীবেরই অণুসদৃশ স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, এবং সেই স্বাতন্ত্র্যের অসৎ ব্যবহারের ফলে অভক্তেরা ভগবান এবং ভগবানের বাণী প্রচারে লিপ্ত শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি একের পর এক অপরাধ করে। তার ফলে তারা ক্ষারযুক্ত জমির মতো উষর হয়ে যায়, যেখানে ভগবদ্ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হতে পারে না।

শ্লোক ১৩

পুংসামতো বিবিধকর্মভিরধ্বরাদ্যৈ-
র্দানেন চোগ্রতপসা পরিচর্যয়া চ ।
আরাধনং ভগবতস্তব সৎক্রিয়ার্থো
ধর্মোঽর্পিতঃ কর্হিচিদ্‌ম্রিয়তে ন যত্র ॥ ১৩ ॥

পুংসাম্—মানুষদের; **অতঃ**—অতএব; **বিবিধ-কর্মভিঃ**—বিভিন্ন প্রকার সকাম কর্মের দ্বারা; **অধ্বর-আদ্যৈঃ**—বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানের দ্বারা; **দানেন**—দানের দ্বারা; **চ**—এবং; **উগ্র**—অত্যন্ত কঠিন; **তপসা**—তপশ্চর্যা; **পরিচর্যয়া**—চিন্ময় সেবার দ্বারা; **চ**—ও; **আরাধনম্**—পূজা; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **তব**—তোমার; **সৎ-ক্রিয়া-অর্থঃ**—কেবল আপনার প্রসন্নতাবিধানের জন্য; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **অর্পিতঃ**—এইভাবে নিবেদিত; **কর্হিচিৎ**—যে কোন সময়; **ম্রিয়তে**—পরাজিত হয়; **ন**—কখনই না; **যত্র**—সেখানে।

অনুবাদ

বৈদিক বিধির অনুষ্ঠান, দান, তপশ্চর্যা, চিন্ময় পরিচর্যা, ব্রত সহকারে আপনার আরাধনা এবং আপনার সন্তুষ্টিবিধানের জন্য আপনাকে কর্মফল নিবেদন করা, ইত্যাদি যে সমস্ত পুণ্য কর্ম, তা সবই মঙ্গলজনক। এই প্রকার ধর্ম অনুষ্ঠান কখনও ব্যর্থ হয় না।

তাৎপর্য

পরা ভক্তি যা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, বন্দন ইত্যাদি ন'টি অঙ্গের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়, সব সময় তা গর্বোদ্ধত মানুষদের কাছে রুচিকর বোধ হয় না। তারা লোক-দেখানো বৈদিক আচার অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য ব্যয়বহুল সামাজিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রতি অধিক আকৃষ্ট। কিন্তু বৈদিক নির্দেশ অনুসারে সমস্ত সকাম কর্মের ফল পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করা উচিত। ভগবদ্গীতায় (৯/২৭) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দাবি করেছেন যে, মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে পূজা, যজ্ঞ, দান আদি যা কিছু করে, সেই সব কিছুর ফল যেন তাঁকেই নিবেদন করা হয়। পুণ্য কর্মের ফল ভগবানকে নিবেদন করা ভগবদ্ভক্তির লক্ষণ এবং তার মূল্য চিরস্থায়ী, কিন্তু সেই ফল নিজে ভোগ করা অনিত্য। ভগবানের জন্য যা কিছু করা হয়, তা আমাদের নিত্য সম্পদরূপে সঞ্চিত থাকে, সেই সঞ্চিত অজ্ঞাত সুকৃতি আমাদের ধীরে ধীরে অনন্য ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত করে। এই সমস্ত অজ্ঞাত সুকৃতি একদিন ভগবানের কৃপায় পূর্ণ ভগবদ্ভক্তিতে পরিণত হবে। তাই যারা শুদ্ধ ভক্ত নয়, তাদের এখানে ভগবানের উদ্দেশ্যে যে কোন পুণ্য কর্ম অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ১৪

শশ্বৎস্বরূপমহসৈব নিপীতভেদ-
মোহায় বোধধিষণায় নমঃ পরস্মৈ ।
বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়েষু নিমিত্তলীলা-
রাসায় তে নম ইদং চকৃমেশ্বরায় ॥ ১৪ ॥

শশ্বৎ—নিত্য; **স্বরূপ**—চিন্ময় রূপ; **মহসা**—কীর্তিসমূহের দ্বারা; **এব**—নিশ্চয়ই; **নিপীত**—বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত; **ভেদ**—পার্থক্য; **মোহায়**—ভ্রান্ত ধারণাকে; **বোধ**—আত্মজ্ঞান; **ধিষণায়**—বুদ্ধিমত্তা; **নমঃ**—প্রণাম; **পরস্মৈ**—চিন্ময় তত্ত্বকে;

বিশ্ব-উদ্ভব—জগতের সৃষ্টি; **স্থিতি**—সংরক্ষণ; **লয়েষু**—বিনাশ; **নিমিত্ত**—হেতু; **লীলা**—সেই প্রকার লীলার দ্বারা; **রাসায়**—আনন্দ উপভোগের জন্য; **তে**—আপনাকে; **নমঃ**—প্রণাম; **ইদম্**—এই; **চকৃম**—আমি অনুষ্ঠান করি; **ঈশ্বরায়**—পরমেশ্বর ভগবানকে।

অনুবাদ

আমি পরম চিন্ময় ভগবানকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, যিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা নিত্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাঁর নির্বিশেষ রূপ আত্ম উপলব্ধির মনীষার দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আমি তাঁকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, যিনি তাঁর লীলার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা জীব থেকে নিত্য পৃথক, যদিও আত্মজ্ঞানের বুদ্ধির দ্বারা তাঁর নির্বিশেষ রূপও উপলব্ধি করা যায়। ভগবানের ভক্তেরা তাই তাঁর নির্বিশেষ রূপকেও প্রণতি নিবেদন করেন। এখানে রাস শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের গোপবালিকাদের সঙ্গে রাস-নৃত্য করেন, এবং গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুও সমগ্র জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধনকারিণী তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির সঙ্গে রাসের আনন্দে মগ্ন হন। পরোক্ষভাবে ব্রহ্মা ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে নিত্য রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন, যার বর্ণনা করে গোপাল-তাপনী উপনিষদে বলা হয়েছে—*পরার্ধান্তে সোঽবুধ্যত গোপবেশো মে পুরুষঃ পুরস্তাদাবির্বভূব*। যে বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা ভগবান জড় জগৎ প্রকাশ করেন, তার সঙ্গে অন্তরঙ্গা শক্তির পার্থক্য যখন হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তখন সেই পর্যাপ্ত বুদ্ধিমত্তার দ্বারা ভগবানের সঙ্গে জীবের পার্থক্য নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করা যায়।

শ্লোক ১৫

যস্যাবতারগুণকর্মবিড়ম্বনানি
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি ।
তেঽনৈকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতামৃতং তমজং প্রপদ্যে ॥ ১৫ ॥

যস্য—যাঁর; অবতার—অবতারসমূহ; গুণ—চিন্ময় গুণাবলী; কর্ম—কার্যকলাপ; বিড়ম্বনানি—সমস্ত রহস্যময়; নামানি—চিন্ময় নামসমূহ; যে—তারা; অসু-বিগমে—প্রাণ ত্যাগ করার সময়; বিবশাঃ—আপনা থেকেই; গৃণন্তি—প্রার্থনা করেন; তে—তারা; অনেক—বহু; জন্ম—জন্ম; শমলম্—পুঞ্জীভূত পাপ; সহসা—তৎক্ষণাৎ; এব—নিশ্চিতভাবে; হিত্বা—ত্যাগ করে; সংযান্তি—লাভ করেন; অপাবৃত—উন্মুক্ত; অমৃতম্—অমরত্ব; তম্—তাঁকে; অজম্—অজ; প্রপদ্যে—আমি শরণ গ্রহণ করি।

অনুবাদ

আমি পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করি, যাঁর অবতার, গুণাবলী এবং কার্যকলাপ লৌকিক ব্যবহারের রহস্যময় অনুকরণ। কেউ যদি দেহত্যাগ করার সময় অজ্ঞাতসারেও তাঁর দিব্য নাম উচ্চারণ করেন, তাহলে তিনি অবশ্যই তৎক্ষণাৎ তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে তাঁকে লাভ করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের অবতারদের কার্যকলাপ অনেকটা এই জড় জগতের কার্যকলাপের অনুকরণের মতো। তিনি ঠিক একজন রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার মতো। অভিনেতা মঞ্চে রাজার কার্যকলাপের অনুকরণ করে, যদিও প্রকৃতপক্ষে সে রাজা নয়। তেমনই ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি এমন সমস্ত ভূমিকার অনুকরণ করেন, যেগুলির সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ নেই। ভগবদ্গীতায় (৪/১৪) বলা হয়েছে যে, তিনি যে সমস্ত কার্যকলাপে তথাকথিতভাবে যুক্ত হন, প্রকৃতপক্ষে সেগুলির সঙ্গে তাঁর কোন রকম সম্পর্ক নেই—*ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা* । ভগবান সর্বশক্তিমান; কেবলমাত্র তাঁর ইচ্ছার দ্বারা তিনি সব কিছুই করতে পারেন। তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তিনি নন্দ মহারাজ এবং যশোদা মায়ের পুত্ররূপে লীলাবিলাস করেছিলেন, গিরি-গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন—যদিও একটি পর্বত উত্তোলনের ব্যাপারে তাঁর মাথা ঘামানোর কোন কারণ নেই। তিনি তাঁর ইচ্ছার প্রভাবেই কেবল কোটি কোটি গোবর্ধন পর্বত উত্তোলন করতে পারেন; তাঁর হাত দিয়ে তাঁকে তা করতে হয় না। তিনি এই উত্তোলনের মাধ্যমে সাধারণ জীবের কার্যকলাপের অনুকরণ করেছেন, অথচ সেই সঙ্গে তিনি তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেছেন। তার ফলে তাঁকে শ্রীগোবর্ধনধারী বলা হয়। অতএব, তাঁর অবতারের কার্যকলাপ এবং ভক্তের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব কেবল অনুকরণ মাত্র, ঠিক যেন রঙ্গমঞ্চে একজন সুদক্ষ অভিনেতার মতো। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, তিনি যেভাবেই লীলাবিলাস

করুন না কেন, সর্ব অবস্থাতেই তিনি সর্বশক্তিমান, এবং তাঁর এই সমস্ত কার্যকলাপের স্মরণও তাঁরই মতো সর্বশক্তিমান। অজামিল তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর পুত্র নারায়ণকে ডাকার ছলে ভগবানের দিব্য নাম স্মরণ করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভের পূর্ণ সুযোগ লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

যো বা অহং চ গিরিশশ্চ বিভুঃ স্বয়ং চ
স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতব আত্মমূলম্ ।
ভিত্ত্বা ত্রিপাদ্ববৃধ এক উরুপ্ররোহ-
স্তস্মৈ নমো ভগবতে ভুবনদ্রুমায় ॥ ১৬ ॥

যঃ—যিনি; বৈ—নিশ্চয়ই; অহম্ চ—আমিও; গিরিশঃ চ—শিবও; বিভুঃ—সর্বশক্তিমান; স্বয়ম্—স্বয়ং (বিষ্ণুরূপে); চ—এবং; স্থিতি—পালন; উদ্ভব—সৃষ্টি; প্রলয়—বিনাশ; হেতবঃ—কারণে; আত্ম-মূলম্—নিজের মধ্যেই দৃঢ়রূপে স্থাপিত; ভিত্ত্বা—ভেদ করে; ত্রি-পাৎ—তিনটি স্কন্ধ; ববৃধে—বৃদ্ধি পেয়েছে; একঃ—অদ্বিতীয়; উরু—বহু; প্ররোহঃ—শাখাসমূহ; তস্মৈ—তাঁকে; নমঃ—প্রণতি; ভগবতে—পরমেশ্বর ভগবানকে; ভুবন-দ্রুমায়—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডরূপী বৃক্ষকে।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনি এই ব্রহ্মাণ্ডরূপী বৃক্ষের আদি মূল। সেই বৃক্ষটি প্রথমে জড়া প্রকৃতির তিনটি স্কন্ধ ভেদ করে বর্ধিত হয়েছে। সেই তিনটি স্কন্ধ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা আমি, সংহারকর্তা শিব এবং সর্বশক্তিমান পালনকর্তা আপনি, এবং আমরা তিন জনে বহু শাখায় বর্ধিত হয়েছি। তাই জগৎরূপী বৃক্ষস্বরূপ আপনাকে আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

জড় জগৎ মূলত ঊর্ধ্ব, অধঃ ও মধ্য এই তিনটি লোকে বিভক্ত হয়েছে, এবং তারপর তা চতুর্দশ ভুবনে বিস্তৃত হয়েছে, এবং সেই প্রকাশের মূল হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। অপরা প্রকৃতি, যাকে জাগতিক প্রকাশের মূল কারণ বলে মনে হয়, তা কেবল ভগবানের প্রতিনিধি বা শক্তি। সেইকথা ভগবদ্গীতায় (৯/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে—*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্* । "ভগবানের অধ্যক্ষতার ফলেই

কেবল জড়া প্রকৃতিকে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ বলে মনে হয়।" পালন কার্য, সৃষ্টি কার্য এবং সংহার কার্য সম্পাদনের জন্য ভগবান নিজেকে যথাক্রমে বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শিবরূপে বিস্তার করেন। প্রকৃতির তিনটি গুণের নিয়ন্তা এই তিনজন প্রধান প্রতিনিধির মধ্যে বিষ্ণু হচ্ছেন সর্বশক্তিমান; যদিও পালন কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি এই জড় জগতে অবস্থিত, তবুও তিনি জড়া প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন না। অন্য দুজন ব্রহ্মা এবং শিব, যদিও তাঁরা প্রায় বিষ্ণুরই মতো শক্তিমান, তবুও তাঁরা ভগবানের অপরা প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন। মূর্খ সর্বেশ্বরবাদীদের যে ধারণা—প্রকৃতির অনেক বিভাগ রয়েছে এবং সেইগুলি বহু ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন, এই ধারণাটি ভ্রান্ত। ভগবান এক ও অদ্বিতীয়, এবং তিনিই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ। রাষ্ট্রে যেমন বহু সরকারি বিভাগ রয়েছে, তেমনই ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ কার্যে বহু অধ্যক্ষ রয়েছেন।

নির্বিশেষবাদীরা প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে বিশ্বাস করতে পারে না যে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা এই জগতের বিভিন্ন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে। কিন্তু এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সব কিছুই সবিশেষ এবং কোন কিছুই নির্বিশেষ নয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ভূমিকায় সেই কথা আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি, এবং এই শ্লোকেও তা দৃঢ়তরভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে জগৎরূপী বৃক্ষের বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তা একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের মতো যার মূল রয়েছে উপরের দিকে। জলাশয়ে গাছের প্রতিবিম্ব থেকে আমরা বৃক্ষের এই বর্ণনাটি উপলব্ধি করতে পারি। প্রতিবিম্বকে দেখে মনে হয় যেন গাছটির মূল উপরের দিকে এবং উল্টোভাবে গাছটি ঝুলছে। এখানে যে জগৎরূপী বৃক্ষের বর্ণনা করা হয়েছে, সেটি কেবল বাস্তব পরব্রহ্ম বিষ্ণুর প্রতিবিম্ব। অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ বৈকুণ্ঠলোকে প্রকৃত বৃক্ষটির অস্তিত্ব রয়েছে, এবং জড়া প্রকৃতিতে যে বৃক্ষটি প্রতিফলিত হয়েছে, তা প্রকৃত বৃক্ষের ছায়া মাত্র। নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে, ব্রহ্ম বৈচিত্র্যহীন সেই ধারণাটি ভ্রান্ত, কেননা ভগবদ্গীতায় যে বৃক্ষের ছায়ার বর্ণনা করা হয়েছে, তা প্রকৃত বৃক্ষের প্রতিফলন ব্যতীত সম্ভব নয়। চিন্ময় প্রকৃতিতে প্রকৃত বৃক্ষটি পূর্ণ চিন্ময় বৈচিত্র্যসহ নিত্য বিরাজমান, এবং সেই বৃক্ষটিরও মূল হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু। প্রকৃত বৃক্ষ এবং তার মিথ্যা প্রতিবিম্ব, এই দুটি বৃক্ষেরই মূল হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু, কিন্তু মিথ্যা বৃক্ষটি কেবল প্রকৃত বৃক্ষটির বিকৃত প্রতিবিম্ব মাত্র। ভগবান যেহেতু হচ্ছেন প্রকৃত বৃক্ষ, তাই ব্রহ্মা নিজের হয়ে এবং শিবের হয়ে ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করেছেন।

শ্লোক ১৭

লোকো বিকর্মনিরতঃ কুশলে প্রমত্তঃ
কর্মণ্যয়ং ত্বদুদিতে ভবদর্চনে স্বে ।
যস্তাবদস্য বলবানিহ জীবিতাশাং
সদ্যশ্ছিনত্ত্যনিমিষায় নমোঽস্তু তস্মৈ ॥ ১৭ ॥

লোকঃ—জনসাধারণ; বিকর্ম—নিরর্থক কর্ম; নিরতঃ—নিযুক্ত; কুশলে—মঙ্গলজনক কার্যকলাপে; প্রমত্তঃ—অবহেলা; কর্মণি—কার্যকলাপে; অয়ম্—এই; ত্বৎ—আপনার দ্বারা; উদিতে—ঘোষিত হয়েছে; ভবৎ—আপনার; অর্চনে—পূজায়; স্বে—তাদের নিজেদের; যঃ—যিনি; তাবৎ—যতক্ষণ; অস্য—জনসাধারণের; বলবান—অত্যন্ত শক্তিমান; ইহ—এই; জীবিত-আশাম্—জীবন সংগ্রাম; সদ্যঃ—সরাসরিভাবে; ছিনত্তি—কেটে টুকরা টুকরা করা হয়; অনিমিষায়—নিত্য কালের দ্বারা; নমঃ—আমার প্রণতি; অস্তু—হোক; তস্মৈ—তাঁকে।

অনুবাদ

সরাসরিভাবে আপনার দ্বারা জনসাধারণের পথ প্রদর্শনের জন্য যে সমস্ত প্রকৃত মঙ্গলময় কার্যকলাপ সূচিত হয়েছে সেগুলির অনুসরণ না করে, তারা অর্থহীন কার্যকলাপে যুক্ত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সমস্ত মূর্খ কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা বলবৎ থাকে, ততক্ষণ তাদের জীবন সংগ্রামের সমস্ত পরিকল্পনা ছিন্নভিন্ন হবে। আমি তাই শাশ্বত কালরূপে ক্রিয়াশীল আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

সাধারণত জনসাধারণ অর্থহীন কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে। তারা এই যথার্থ মঙ্গলজনক কার্য ভগবদ্ভক্তির প্রতি নিয়মিতভাবে উদাসীন। ভগবদ্ভক্তির এই প্রক্রিয়াকে ব্যবহারিকভাবে বলা হয় *অর্চনা* বিধি। এই অর্চনা বিধি ভগবান স্বয়ং নারদ মুনিকে দান করেছিলেন, এবং তা নারদ-পঞ্চরাত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে। যে সমস্ত মানুষ ভালভাবে জানেন যে, জীবনের চরম সিদ্ধিলাভ হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুকে প্রাপ্ত হওয়া, যিনি হচ্ছেন জগৎরূপী বৃক্ষের মূল, তাঁরা নিষ্ঠা সহকারে এই নারদ-পঞ্চরাত্রের বিধি অনুশীলন করেন। শ্রীমদ্ভাগবত ও ভগবদ্গীতাতেও স্পষ্টভাবে এই সমস্ত বিধির উল্লেখ করা হয়েছে। মূর্খ মানুষেরা জানে না

যে, তাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য শ্রীবিষ্ণুকে জানা উচিত। শ্রীমদ্ভাগবতে (৭/৫/৩০-৩২) বলা হয়েছে—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্ ।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্ ॥

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

"যারা ভ্রান্ত জড় সুখে পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে কৃতসংকল্প, তারা গুরুদেবের উপদেশ শ্রবণ করার মাধ্যমে, আত্মজ্ঞান লাভের দ্বারা অথবা সংসদীয় আলোচনার মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হতে পারে না। তারা তাদের অসংযত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অজ্ঞানের গভীরতম অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়, এবং এইভাবে চর্বিত সুখ-দুঃখ বার বার চর্বণ করার ব্যাপারে উন্মত্তের মতো লিপ্ত হয়।

"তাদের মূর্খতাপূর্ণ কার্যকলাপের ফলে তারা বুঝতে পারে না যে, মানবজীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র জগতের প্রভু শ্রীবিষ্ণুকে প্রাপ্ত হওয়া। তাই তারা বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জড় সভ্যতার ভ্রান্ত দিশায় তাদের অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করে। তারা তাদেরই মতো মূর্খ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয়, ঠিক যেমন একজন অন্ধ কর্তৃক আর একজন অন্ধ যদি পরিচালিত হয়, তাহলে উভয়েই গর্তে পতিত হয়।

"এই প্রকার মূর্খ ব্যক্তিরা যতক্ষণ পর্যন্ত না জড় আসক্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মহাত্মাদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার সৎ বুদ্ধি লাভ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের অজ্ঞানাচ্ছন্ন কার্যকলাপ থেকে প্রকৃতরূপে মুক্তি প্রদানকারী পরম শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হয় না।"

ভগবদ্গীতায় ভগবান সকলকে নির্দেশ দিয়েছেন, অন্য সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে অর্চনার কার্যকলাপে বা ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের কার্যকলাপে নিযুক্ত হতে। কিন্তু, প্রায় কেউই এই প্রকার অর্চনা কার্যে আকৃষ্ট নয়। প্রত্যেকেই বরং পরমেশ্বর ভগবানের বিরুদ্ধাচরণকারী কার্যকলাপের প্রতি কম বেশি আকৃষ্ট। জ্ঞান এবং যোগের প্রক্রিয়াও পরোক্ষভাবে ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী ক্রিয়া। ভগবানের অর্চনা ব্যতীত আর কোন মঙ্গলময় কার্যকলাপ নেই। জ্ঞান এবং যোগকে কখনও কখনও অর্চনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যখন তার চরম উদ্দেশ্য হয় শ্রীবিষ্ণু, নতুবা নয়। অতএব সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, ভগবদ্ভক্তেরাই মুক্তি লাভের উপযুক্ত মানুষ। অন্য সকলে কেবল অনর্থক বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করছে।

শ্লোক ১৮

যস্মাদ্বিভেম্যহমপি দ্বিপরার্ধধিষ্ণ্য-
মধ্যাসিতঃ সকললোকনমস্কৃতং যৎ ।
তেপে তপো বহুসবোঽবরুরুৎসমান-
স্তস্মৈ নমো ভগবতেঽধিমখায় তুভ্যম্ ॥ ১৮ ॥

যস্মাৎ—যার থেকে; বিভেমি—ভয়; অহম্—আমি; অপি—ও; দ্বি-পর-অর্ধ—৪৩২,০০,০০,০০০×২×৩০×১২×১০০সৌর বৎসর; ধিষ্ণ্যম্—স্থান; অধ্যাসিতঃ—অবস্থিত; সকল-লোক—অন্য সমস্ত গ্রহলোক; নমস্কৃতম্—সম্মানিত; যৎ—যা; তেপে—অনুষ্ঠান করেছে; তপঃ—তপস্যা; বহু-সবঃ—বহু বহু বৎসর; অবরুরুৎ-সমানঃ—আপনাকে পাওয়ার বাসনায়; তস্মৈ—তাঁকে; নমঃ—আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি; ভগবতে—পরমেশ্বর ভগবানকে; অধিমখায়—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তাকে; তুভ্যম্—আপনাকে।

অনুবাদ

হে প্রভু! অবিশ্রান্ত কাল এবং সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যদিও আমি এমন স্থানে অধিষ্ঠিত যা দুই পরার্ধকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে, যদিও আমি ব্রহ্মাণ্ডের অন্য সমস্ত লোকের অধিপতি, এবং যদিও আমি আত্ম উপলব্ধির জন্য বহু বহু বছর ধরে তপস্যা করেছি, তবুও আমি আপনাকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের সবচাইতে মহান ব্যক্তি, কেননা তাঁর আয়ু সবচাইতে বেশি। তাঁর তপস্যা, প্রভাব, প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদির ফলে তিনি সবচাইতে সম্মানিত ব্যক্তি, কিন্তু তা সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করতে হয়। তাই অন্য সকলের পক্ষে, যারা ব্রহ্মার থেকে অনেক অনেক নিকৃষ্ট, তাদেরও ব্রহ্মাকে অনুসরণ করে কর্তব্য স্বরূপে ভগবানের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত।

শ্লোক ১৯

তির্যঙ্মনুষ্যবিবুধাদিষু জীবযোনি-
ষ্বাত্মেচ্ছয়াত্মকৃতসেতুপরীপ্সয়া যঃ ।
রেমে নিরস্তবিষয়োঽপ্যবরুদ্ধদেহ-
স্তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায় ॥ ১৯ ॥

তির্যক্—মনুষ্যেতর পশু; মনুষ্য—মানুষ; বিবুধ-আদিষু—দেবতাদের মধ্যে; জীব-যোনিষু—অনেক প্রকার জীবেদের মধ্যে; আত্ম—নিজের; ইচ্ছয়া—ইচ্ছার দ্বারা; আত্ম-কৃত—স্বরচিত; সেতু—কৃতজ্ঞতা; পরীপ্সয়া—সংরক্ষণ করার ইচ্ছায়; যঃ—যিনি; রেমে—চিন্ময় লীলাবিলাস করে; নিরস্ত—প্রভাবিত না হয়ে; বিষয়ঃ—জড় কলুষ; অপি—নিশ্চয়ই; অবরুদ্ধ—প্রকাশিত; দেহঃ—চিন্ময় শরীর; তস্মৈ—তাঁকে; নমঃ—আমার প্রণতি; ভগবতে—পরমেশ্বর ভগবানকে; পুরুষোত্তমায়—পরম পুরুষ ভগবানকে।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনার নিজের ইচ্ছায়, অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের জন্য আপনি তির্যক, মনুষ্য, দেবতা আদি বিভিন্ন যোনিতে আবির্ভূত হন। আপনি কখনও জড় কলুষের দ্বারা প্রভাবিত হন না। ধর্ম সংস্থাপনের দায়িত্ব সম্পাদনের জন্যই আপনি আবির্ভূত হন, তাই হে পরমেশ্বর ভগবান, এইভাবে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হওয়ার জন্য আমি আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

বিভিন্ন যোনিতে ভগবানের অবতরণ সর্বতোভাবে চিন্ময়। তিনি কৃষ্ণ, রাম ইত্যাদিরূপে মনুষ্যকুলে অবতরণ করেন, তবুও তিনি মানুষ নন। যারা তাঁকে

একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তারা অবশ্যই খুব একটা বুদ্ধিমান নয়, যে সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (৯/১১) বলা হয়েছে—*অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্* । বরাহ বা মীনরূপে তাঁর অবতরণেও সেই একই তত্ত্ব প্রযোজ্য। সেইগুলি ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহ, এবং আনন্দ আস্বাদন ও লীলাবিলাসের জন্য বিশেষ আবশ্যকতা অনুসারে তাঁদের প্রকাশ হয়। ভগবানের এই সমস্ত চিন্ময় রূপের প্রকাশ প্রধানত তাঁর ভক্তদের অনুপ্রাণিত করার জন্য। যখন তাঁর ভক্তদের উদ্ধার করার এবং তাঁর নিজের সিদ্ধান্তকে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হয়, তখন তাঁর এই সমস্ত অবতারের প্রকাশ হয়।

শ্লোক ২০

যোঽবিদ্যয়ানুপহতোঽপি দশার্ধবৃত্ত্যা
নিদ্রামুবাহ জঠরীকৃতলোকযাত্রঃ ।
অন্তর্জলেঽহিকশিপুস্পর্শানুকূলাং
ভীমোর্মিমালিনি জনস্য সুখং বিবৃণ্বন্ ॥ ২০ ॥

যঃ—যে কেউ; অবিদ্যয়া—অজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত; অনুপহতঃ—প্রবাহিত না হয়ে; অপি—সত্ত্বেও; দশ-অর্ধ—পাঁচ; বৃত্ত্যা—প্রতিক্রিয়া; নিদ্রাম্—নিদ্রা; উবাহ—স্বীকার করেছেন; জঠরী—উদরে; কৃত—তা করে; লোক-যাত্রঃ—বিভিন্ন প্রাণীদের সংরক্ষণ; অন্তঃ-জলে—প্রলয় বারিতে; অহি-কশিপু—শেষ শয্যায়; স্পর্শ-অনুকূলাম্—স্পর্শসুখ; ভীম-ঊর্মি—বিশাল তরঙ্গ; মালিনি—মালা; জনস্য—বুদ্ধিমান ব্যক্তির; সুখম্—সুখ; বিবৃণ্বন্—প্রদর্শন করে।

অনুবাদ

হে প্রভু! প্রবল তরঙ্গমালায় উদ্বেলিত প্রলয় বারিতে আপনি নিদ্রা-সুখ উপভোগ করেন। শেষ শয্যায় শয়ন করে আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের আপনার নিদ্রার আনন্দ প্রদর্শন করেন। সেই সময়, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আপনার উদরে অবস্থান করে।

তাৎপর্য

যে সমস্ত মানুষ তাদের নিজেদের ক্ষমতার বাইরে কোন কিছু চিন্তা করতে পারে না, তাদের অবস্থা ঠিক কূপমণ্ডুকের মতো, যারা প্রশান্ত মহাসাগরের আয়তন কল্পনা করতে পারে না। এই সমস্ত মানুষ যখন শোনে যে, পরমেশ্বর ভগবান মহার্ণবে

তাঁর শয্যায় শয়ন করেন, তখন তারা মনে করে তা কাল্পনিক। তারা যখন শোনে যে, কেউ জলের ভিতরে শুয়ে সুখে নিদ্রা যেতে পারে, তখন তারা আশ্চর্য হয়। কিন্তু একটু বুদ্ধি এই মূর্খতাপূর্ণ বিস্ময়কে নিরস্ত করতে পারে। সমুদ্রের তলদেশে অসংখ্য জীব রয়েছে, যারা তাদের জড় দেহের মাধ্যমে আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনের সুখ উপভোগ করে। এই প্রকার নগণ্য জীবেরা যদি জলের ভিতর তাদের জীবন উপভোগ করতে পারে, তাহলে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান কেন কুণ্ডলীকৃত সর্পের শীতল শরীরে শয়ন করে মহাসাগরের বিশাল তরঙ্গমালার আন্দোলন উপভোগ করতে পারবেন না? পার্থক্য কেবল এই যে, ভগবানের সমস্ত কার্যকলাপ দিব্য। কাল ও স্থানের সীমার দ্বারা সীমিত না হয়ে তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে সব কিছু করতে সক্ষম। কোন রকম জড়জাগতিক বিচার নির্বিশেষে তিনি তাঁর চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করতে পারেন।

শ্লোক ২১

যন্নাভিপদ্মভবনাদহমাসমীড্য
লোকত্রয়োপকরণো যদনুগ্রহেণ ।
তস্মৈ নমস্ত উদরস্থভবায় যোগ-
নিদ্রাবসানবিকসল্লিনেক্ষণায় ॥ ২১ ॥

যৎ—যাঁর; **নাভি**—নাভি; **পদ্ম**—কমল; **ভবনাৎ**—গৃহ থেকে; **অহম্**—আমি; **আসম্**—উদ্ভূত হয়েছি; **ঈড্য**—হে পূজনীয়; **লোক-ত্রয়**—ত্রিভুবন; **উপকরণঃ**—সৃষ্টিকার্যে সহায়তা করে; **যৎ**—যাঁর; **অনুগ্রহেণ**—কৃপার দ্বারা; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমঃ**—আমার প্রণতি; **তে**—আপনাকে; **উদর-স্থ**—উদর অভ্যন্তরে অবস্থিত; **ভবায়**—ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে; **যোগ-নিদ্রা-অবসান**—চিন্ময় নিদ্রার অবসানে; **বিকসৎ**—বিকশিত হয়ে; **নলিন-ঈক্ষণায়**—যাঁর উন্মীলিত চক্ষু পদ্মের মতো, তাঁকে।

অনুবাদ

হে আমার পূজনীয়! আপনার কৃপায় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার জন্য আমি আপনার নাভিপদ্মরূপ গৃহ থেকে উৎপন্ন হয়েছি। আপনি যখন নিদ্রা-সুখ উপভোগ করছিলেন, তখন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহগুলি আপনার চিন্ময় উদরে অবস্থিত ছিল। এখন, নিদ্রা অবসানে প্রভাতের প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো আপনার নেত্র উন্মীলিত হয়েছে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা আমাদের সকাল (চারটা) থেকে রাত (দশটা) পর্যন্ত অর্চন বিধি অনুষ্ঠানের শিক্ষা দিচ্ছেন। খুব সকালে শয্যা ত্যাগ করে ভক্তদের ভগবানের প্রার্থনা করতে হয়, এবং মঙ্গল আরতি নিবেদন করার বিধি পালন করতে হয়। মূর্খ অভক্তেরা অর্চনের গুরুত্ব বুঝতে না পেরে, বৈদিক বিধির সমালোচনা করে। ভগবানও যে তাঁর স্বীয় ইচ্ছায় নিদ্রা যান, তা দর্শন করার চোখ তাদের নেই। ভগবানের নির্বিশেষ রূপের ধারণা ভক্তিমার্গের পক্ষে এতই ক্ষতিকর যে, সর্বদা জড় চিন্তায় অভ্যস্ত অবাধ্য জড়বাদীদের সঙ্গ করা অত্যন্ত দুর্বিষহ।

নির্বিশেষবাদীরা সর্বদা বিপরীতভাবে চিন্তা করে। তারা মনে করে যে, জড়ের যেহেতু আকার রয়েছে, তাই চিন্ময় তত্ত্ব নিশ্চয়ই নিরাকার; জড় যেহেতু নিদ্রা যায়, তাই চিন্ময় তত্ত্ব নিদ্রা যেতে পারে না; এবং অর্চন বিধিতে যেহেতু স্বীকার করা হয় শ্রীবিগ্রহ নিদ্রা যান, তাই অর্চনা হচ্ছে মায়া। এই সমস্ত চিন্তাই মূলত জড়। ইতিবাচক এবং নেতিবাচক—উভয় প্রকার চিন্তাই জড় চিন্তা। বেদের উন্নততর উৎস থেকে জ্ঞান গ্রহণই হচ্ছে প্রকৃত মানদণ্ড। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকগুলিতে আমরা দেখতে পাই যে, অর্চনা বিধির অনুমোদন করা হয়েছে। সৃষ্টিকার্য শুরু করার পূর্বে ব্রহ্মা দেখেছিলেন যে, ভগবান প্রলয় বারিতে অনন্ত শয্যায় শয়ন করে আছেন। তাই, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিতেও নিদ্রা রয়েছে। ব্রহ্মা এবং তাঁর পরম্পরায় শুদ্ধ ভক্তেরা সেই কথা অস্বীকার করেন না। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ভগবান জলের উত্তাল তরঙ্গে সুখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। তার ফলে বোঝা যায় যে, তিনি তাঁর অপ্রাকৃত ইচ্ছার প্রভাবে সব কিছু করতে সক্ষম, এবং তাঁর ইচ্ছা কোন অবস্থাতেই প্রতিহত হয় না। মায়াবাদীরা জড় অভিজ্ঞতার অতীত কিছুই চিন্তা করতে পারে না, এবং তার ফলে তারা জলে ভগবানের নিদ্রা যাওয়ার ক্ষমতা অস্বীকার করে। তাদের ভ্রান্তি হচ্ছে যে, তারা নিজেদের সঙ্গে ভগবানের তুলনা করে—এবং সেই তুলনাটিও জড় চিন্তা। "নেতি, নেতি"—এর ভিত্তিতে মায়াবাদীদের সমস্ত দর্শনই মূলত জড়। এই প্রকার ধারণা কখনই মানুষকে যথাযথভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে জানার সুযোগ দেয় না।

শ্লোক ২২

সোঽয়ং সমস্তজগতাং সুহৃদেক আত্মা
সত্ত্বেন যন্মৃড়য়তে ভগবান্ ভগেন ।
তেনৈব মে দৃশমনুস্পৃশতাদ্যথাহং
ব্রহ্ম্যামি পূর্ববদিদং প্রণতপ্রিয়োঽসৌ ॥ ২২ ॥

সঃ—তিনি; অয়ম্—ভগবান; সমস্ত-জগতাম্—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের; সুহৃৎ একঃ—একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু; আত্মা—পরমাত্মা; সত্ত্বেন—সত্ত্বগুণের দ্বারা; যৎ—যিনি; মৃড়য়তে—আনন্দ প্রদান করেন; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; ভগেন—ষড়ৈশ্বর্যের দ্বারা; তেন—তাঁর দ্বারা; এব—নিশ্চয়ই; মে—আমাকে; দৃশম্—অন্তর্দর্শনের শক্তি; অনুস্পৃশতাৎ—তিনি দান করুন; যথা—যেমন; অহম্—আমি; প্রক্ষ্যামি—সৃষ্টি করতে সক্ষম হব; পূর্ব-বৎ—পূর্বের মতো; ইদম্—এই ব্রহ্মাণ্ড; প্রপন্ন—শরণাগত; প্রিয়ঃ—প্রিয়; অসৌ—তিনি (ভগবান)।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। তিনিই এই জগতের সমস্ত জীবের একমাত্র বন্ধু ও পরমাত্মা, এবং সকলের চরম সুখের জন্য তাঁর ষড় ঐশ্বর্যের দ্বারা তিনি সকলকে পালন করেন। তিনি আমাকে কৃপা করুন যাতে আমি পূর্বের মতো সৃষ্টি করার জন্য তাঁর শক্তিতে আবিষ্ট হয়ে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হতে পারি, কেননা আমিও তাঁর প্রিয় শরণাগত আত্মাদের একজন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান পুরুষোত্তম বা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন জড় ও চিন্ময় উভয় জগতেরই পালনকর্তা। তিনি সকলের জীবন ও সখা, কেননা জীব এবং ভগবানের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে শাশ্বত স্নেহ ও প্রেম রয়েছে। তিনি সমস্ত জীবের একমাত্র সখা ও হিতৈষী, এবং তিনি অদ্বিতীয়। ভগবান তাঁর ষড় ঐশ্বর্যের দ্বারা সর্বত্র সমস্ত জীবেদের পালন করেন, সেই জন্য তাঁকে ভগবান বা পরমেশ্বর বলা হয়। ব্রহ্মা তাঁর কৃপা প্রার্থনা করেছেন যাতে তিনি পূর্বের মতো ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হন। ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবেই কেবল মরীচি এবং নারদের মতো লৌকিক ও দিব্য উভয় প্রকার ব্যক্তিদেরই তিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ব্রহ্মাও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, কেননা শরণাগত আত্মাদের কাছে ভগবান অত্যন্ত প্রিয়। শরণাগত আত্মারা ভগবানকে ছাড়া আর কিছুই জানেন না, এবং তাই ভগবান তাঁদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ।

শ্লোক ২৩

এষ প্রপন্নবরদো রময়াত্মশক্ত্যা
যদ্যৎকরিষ্যতি গৃহীতগুণাবতারঃ ।
তস্মিন্ স্ববিক্রমমিদং সৃজতোঽপি চেতো
যুঞ্জীত কর্মশমলং চ যথা বিজহ্যাম্ ॥ ২৩ ॥

এষঃ—এই; প্রপন্ন—শরণাগত; বর-দঃ—কল্যাণকারী; রময়া—লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে যিনি সর্বদা আনন্দ উপভোগ করেন; আত্ম-শক্ত্যা—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; যৎ যৎ—যা কিছু; করিষ্যতি—তিনি করেন; গৃহীত—গ্রহণ করে; গুণ-অবতারঃ—সত্ত্বগুণের অবতার; তস্মিন্—তাঁকে; স্ব-বিক্রমম্—সর্বশক্তিমত্তার দ্বারা; ইদম্—এই জগৎ; সৃজতঃ—সৃষ্টি করে; অপি—সত্ত্বেও; চেতঃ—হৃদয়; যুঞ্জীত—প্রবৃত্ত হন; কর্ম—কার্যকলাপ; শমলম্—জড় স্নেহ; চ—ও; যথা—যতখানি; বিজহ্যাম্—আমি ত্যাগ করতে পারি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই শরণাগত আত্মাদের কল্যাণ সাধন করেন। তাঁর কার্যকলাপ সর্বদাই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি রমাদেবী, বা লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সম্পন্ন হয়। আমি প্রার্থনা করি, জড় জগতের সৃষ্টিকার্যের মাধ্যমে আমি যেন কেবল তাঁর সেবায় যুক্ত হতে পারি। আমি প্রার্থনা করি যে, আমার এই কার্যকলাপের দ্বারা আমি যেন জড়া প্রকৃতি কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে না পড়ি; কেননা তার ফলে নিজেকে স্রষ্টা বলে মনে করার অহঙ্কারকে আমি ত্যাগ করতে সক্ষম হব।

তাৎপর্য

জড় জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার এই তিনটি কার্য সম্পাদনের জন্য তিনজন গুণাবতার রয়েছেন, এবং তাঁরা হচ্ছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। কিন্তু ভগবানের বিষ্ণু অবতার তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে অবস্থিত এবং তিনি সমগ্র ক্রিয়াশীলতার সর্বোচ্চ শক্তি। সৃষ্টিকার্যে সহায়ক ব্রহ্মা নিজেকে স্রষ্টা বলে মনে করে অহঙ্কারে মত্ত হওয়ার পরিবর্তে, ভগবানের হাতের যন্ত্ররূপে তাঁর স্বরূপে অবস্থিত থাকতে চেয়েছিলেন। ভগবানের প্রিয়পাত্র হয়ে তাঁর কৃপা লাভ করার এইটিই হচ্ছে পন্থা। মূর্খ মানুষেরা তাদের সৃষ্ট সব কিছুর কৃতিত্ব গ্রহণ করতে চায়, কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষেরা ভালভাবে জানেন যে, ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত একটি তৃণও নড়তে পারে না; তাই আশ্চর্যজনক সৃষ্টির সমস্ত কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। চিন্ময় চেতনার দ্বারাই কেবল জীব জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারে এবং ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করতে পারে।

শ্লোক ২৪

নাভিহ্রদাদিহ সতোঽম্ভসি যস্য পুংসো
বিজ্ঞানশক্তিরহমাসমনন্তশক্তেঃ ।
রূপং বিচিত্রমিদমস্য বিবৃণ্বতো মে
মা রীরিষীষ্ট নিগমস্য গিরাং বিসর্গঃ ॥ ২৪ ॥

নাভি-হ্রদাৎ—নাভি সরোবর থেকে; ইহ—এই কল্পে; সতঃ—শায়িত; অম্ভসি—জলে; যস্য—যাঁর; পুংসঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; বিজ্ঞান—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের; শক্তিঃ—শক্তি; অহম্—আমি; আসম্—জন্মগ্রহণ করেছি; অনন্ত—অন্তহীন; শক্তেঃ—শক্তিমানের; রূপম্—রূপ; বিচিত্রম্—বৈচিত্র্যপূর্ণ; ইদম্—এই; অস্য—তাঁর; বিবৃণ্বতঃ—প্রকাশ করে; মে—আমাকে; মা—না; রীরিষীষ্ট—অদৃশ্য; নিগমস্য—বেদের; গিরাম্—শব্দের; বিসর্গঃ—স্পন্দন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি অনন্ত। তিনি যখন প্রলয় বারিতে শয়ন করেছিলেন, তখন তাঁর নাভি-সরোবর থেকে যে পদ্ম বিকশিত হয়েছিল, তাতে ব্রহ্মাণ্ডের সামগ্রিক শক্তিরূপে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। আমি এখন জগৎরূপে প্রকাশিত তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ শক্তিসমূহের প্রকাশে নিযুক্ত আছি । তাই আমি প্রার্থনা করি যে, আমার জড়জাগতিক কার্য সম্পাদন করার সময় আমি যেন বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মার্গ থেকে বিচ্যুত না হই।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিরই বহু জড়জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে, এবং কেউ যদি জড় আসক্তির আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার ব্যাপারে যথেষ্ট বলবান না হন, তাহলে তিনি চিন্ময় মার্গ থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে পারেন। জড় সৃষ্টিতে ব্রহ্মাকে নানা প্রকার জীব সৃষ্টি করতে হয় তাদের জড় অবস্থা অনুসারে উপযুক্ত দেহ প্রদান করার মাধ্যমে। ব্রহ্মা প্রার্থনা করেছিলেন ভগবান যেন তাঁকে রক্ষা করেন, কেননা সৃষ্টিকার্যে তাঁকে অনেক অনেক ভয়ঙ্কর প্রাণীর সংস্পর্শে আসতে হয়। সাধারণ ব্রাহ্মণ অধঃপতিত বদ্ধ জীবদের সঙ্গ প্রভাবে ব্রহ্মতেজ বা ব্রাহ্মণোচিত ক্ষমতা থেকে অধঃপতিত হতে পারে। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা এই প্রকার অধঃপতনের ভয়ে ভীত

ছিলেন, এবং তাই তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন তাঁকে রক্ষা করেন। যাঁরা পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁদের প্রতি এটি একটি সতর্কবাণী। ভগবান কর্তৃক যথেষ্টভাবে সংরক্ষিত না হলে মানুষ চিন্ময় স্থিতি থেকে অধঃপতিত হতে পারে; তাই সর্বদা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয়, তিনি যেন তাকে রক্ষা করেন এবং তাঁর আশীর্বাদের ফলে যেন কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তাঁর ভক্তদের ভগবানের বাণী প্রচার করার দায়িত্বভার অর্পণ করেন, এবং তাঁদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁদের জড় আসক্তির আক্রমণ থেকে তিনি রক্ষা করবেন। পারমার্থিক জীবনকে বেদে ক্ষুরধার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। একটু অসাবধান হলেই সর্বনাশ এবং রক্তপাত হতে পারে, কিন্তু যিনি সম্পূর্ণরূপে শরণাগত আত্মা, যিনি সর্বদা ভগবানের সংরক্ষণ প্রার্থনা করে তাঁর দায়িত্ব সম্পাদন করেন, তার কলুষিত জড় জগতে অধঃপতিত হওয়ার ভয় থাকে না।

শ্লোক ২৫

সোঽসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধ-
প্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্ ।
উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং
মাধ্ব্যা গিরাপনয়তাৎপুরুষঃ পুরাণঃ ॥ ২৫ ॥

সঃ—তিনি (ভগবান); অসৌ—সেই; অদভ্র—অসীম; করুণঃ—কৃপাময়; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; বিবৃদ্ধ—অপরিমিত; প্রেম—অনুরাগ; স্মিতেন—হাস্য দ্বারা; নয়ন-অম্বুরুহম্—নয়ন-কমল; বিজৃম্ভন্—উন্মীলিত করে; উত্থায়—সমৃদ্ধি সাধনের জন্য; বিশ্ব-বিজয়ায়—সৃষ্টির মহিমা ঘোষণা করার জন্য; চ—ও; নঃ—আমাদের; বিষাদম্—নৈরাশ্য; মাধ্ব্যা—মিষ্ট; গিরা—বাণী; অপনয়তাৎ—দয়া করে তিনি দূর করুন; পুরুষঃ—পরম পুরুষ; পুরাণঃ—সবচাইতে প্রাচীন।

অনুবাদ

সেই পুরাণ পুরুষ ভগবান অপার করুণাময়। আমি কামনা করি যে, তিনি যেন তাঁর নয়ন-কমল উন্মীলিত করে স্মিত হাস্য সহকারে আমার প্রতি তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। তিনি কৃপাপূর্বক সুমধুর বাক্যে উপদেশ প্রদান করার মাধ্যমে সমগ্র জগতের উত্থান সাধন করতে পারেন এবং আমাদের বিষাদ দূর করতে পারেন।

তাৎপর্য

ভগবান এই জড় জগতের অধঃপতিত জীবদের প্রতি অসীম কৃপাপরায়ণ। সমগ্র জগৎ প্রকাশিত হয়েছে ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে জীবকে উন্নতিসাধন করার সুযোগ দেওয়ার জন্য, এবং সেটিই হচ্ছে সকলের জীবনের উদ্দেশ্য। ভগবান হয় স্বীয় অংশ, নয় বিভিন্ন অংশ, এই দুইভাবে অনন্তরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। জীবাত্মারা হচ্ছে তাঁর বিভিন্ন অংশ, আর তাঁর স্বীয় অংশেরা হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং। তাঁর স্বাংশ প্রকাশেরা হচ্ছেন প্রভু, আর বিভিন্ন অংশেরা পরম চিদানন্দময় বিগ্রহের সঙ্গে দিব্য আনন্দ বিনিময়ের জন্য তাঁর সেবায় নিযুক্ত ভৃত্য। মুক্ত জীবেরা মনগড়া ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে, প্রভু ও ভৃত্যের এই আনন্দের আদান প্রদানে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। সেব্য ও সেবকের মধ্যে এই অপ্রাকৃত বিনিময়ের আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছে গোপীদের সঙ্গে ভগবানের রাসলীলা। গোপিকারা ভগবানের সেবকরূপে অন্তরঙ্গা শক্তির বিস্তার, এবং তাই ভগবানের রাসলীলাকে কখনই স্ত্রী ও পুরুষের লৌকিক সম্পর্ক বলে মনে করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, তা হচ্ছে ভগবান এবং জীবের মধ্যে অনুভূতির বিনিময়ের পরম পূর্ণতা। ভগবান অধঃপতিত জীবেদের সুযোগ দেন জীবনের এই পরম পূর্ণতা লাভের জন্য। ভগবান ব্রহ্মাকে জগতের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন, এবং তাই ব্রহ্মা প্রার্থনা করেছেন, ভগবান যেন তাঁকে আশীর্বাদ করেন যাতে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন।

শ্লোক ২৬

মৈত্রেয় উবাচ

স্বসম্ভবং নিশাম্যৈবং তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ ।
যাবন্মনোবচঃ স্তুত্বা বিররাম স খিন্নবৎ ॥ ২৬ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **স্ব-সম্ভবম্**—তাঁর আবির্ভাবের উৎস; **নিশাম্য**—দর্শন করে; **এবম্**—এইভাবে; **তপঃ**—তপস্যা; **বিদ্যা**—জ্ঞান; **সমাধিভিঃ**—মনকে একাগ্রীভূতকরণের দ্বারাও; **যাবৎ**—যথাসম্ভব; **মনঃ**—মন; **বচঃ**—বাণী; **স্তুত্বা**—প্রার্থনা করে; **বিররাম**—মৌন হলেন; **সঃ**—তিনি (ব্রহ্মা); **খিন্ন-বৎ**—যেন পরিশ্রান্ত হয়েছেন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! ব্রহ্মা তাঁর আবির্ভাবের উৎস পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে তাঁর কৃপা লাভের জন্য মন এবং বাণীর ক্ষমতা অনুসারে

প্রার্থনা করেছিলেন। এইভাবে প্রার্থনা করে তিনি নীরব হয়েছিলেন, যেন তাঁর তপস্যা, জানবার প্রচেষ্টা এবং ধ্যান করার ফলে তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন কেননা ভগবান তাঁর হৃদয়ে বিরাজমান ছিলেন। ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্টির পর তাঁর আবির্ভাবের উৎস জানতে পারেননি, কিন্তু তপস্যা ও ধ্যানের মাধ্যমে তিনি তাঁর উৎপত্তির উৎসকে দর্শন করতে পেরেছিলেন, এবং তার ফলে হৃদয়ে তিনি দিব্য জ্ঞান লাভ করেছিলেন। বাইরের সদ্‌গুরু এবং অন্তরের চৈত্য গুরু উভয়েই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই প্রকার প্রামাণিক প্রতিনিধির সঙ্গে সংযোগ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সদ্‌গুরু হওয়ার দাবি করা যায় না। ব্রহ্মার পক্ষে বাইরের সদ্‌গুরুর সাহায্য গ্রহণ করার কোন সুযোগ ছিল না, কেননা সেই সময়ে ব্রহ্মাই ছিলেন এই ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র প্রাণী। তাই ব্রহ্মার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান তাঁর অন্তর থেকে সমস্ত জ্ঞানের আলোক প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ২৭-২৮

অথাভিপ্রেতমন্বীক্ষ্য ব্রহ্মণো মধুসূদনঃ ।
বিষণ্ণচেতসং তেন কল্পব্যতিকরাম্ভসা ॥ ২৭ ॥
লোকসংস্থানবিজ্ঞান আত্মনঃ পরিখিদ্যতঃ ।
তমাহাগাধয়া বাচা কশ্মলং শময়ন্নিব ॥ ২৮ ॥

অথ—তারপর; অভিপ্রেতম্—অভিপ্রায়; অন্বীক্ষ্য—দর্শন করে; ব্রহ্মণঃ—ব্রহ্মার; মধুসূদনঃ—মধু দৈত্যকে সংহারকারী; বিষণ্ণ—বিষাদগ্রস্ত; চেতসম্—হৃদয়ের; তেন—তার দ্বারা; কল্প—যুগ; ব্যতিকর-অম্ভসা—প্রলয়-বারি; লোক-সংস্থান—গ্রহমণ্ডলের স্থিতি; বিজ্ঞানে—বিজ্ঞান সম্বন্ধে; আত্মনঃ—নিজের; পরিখিদ্যতঃ—অত্যন্ত উদ্বিগ্ন; তম্—তাকে; আহ—বলেছিলেন; অগাধয়া—গভীর চিন্তাশীল; বাচা—বাক্যের দ্বারা; কশ্মলম্—কলুষ; শময়ন্—দূর করে; ইব—সেই রকম।

অনুবাদ

ভগবান দেখেছিলেন যে, ব্রহ্মা বিভিন্ন গ্রহলোকের সৃষ্টি ও পরিকল্পনার ব্যাপারে অত্যন্ত চিন্তিত হয়েছিলেন এবং প্রলয়-বারি দর্শনে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়েছিলেন।

তিনি ব্রহ্মার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে গম্ভীর, চিন্তাশীল বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মার মোহ অপনোদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রলয় সলিল এতই ভয়াবহ যে, ব্রহ্মাণ্ড তা দেখে বিচলিত হন। মনুষ্য, তির্যক, দেব আদি বিভিন্ন প্রকার প্রাণীদের বসবাসের জন্য বিভিন্ন লোকসমূহ গগনমণ্ডলে কিভাবে স্থাপন করবেন, সেই কথা ভেবে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোকগুলি প্রকৃতির গুণের প্রভাবাধীন জীবেদের বিভিন্ন শ্রেণী অনুসারে অবস্থিত। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ রয়েছে, এবং সেইগুলির মিশ্রণের ফলে নয়টি মিশ্রগুণের সৃষ্টি হয়। সেই নয়ের মিশ্রণের ফলে একাশিটি হয়, তারপর সেই একাশিটির মিশ্রণ হয়, এবং এইভাবে চরমে সেইগুলি বর্ধিত হতে হতে যে কত প্রকার মোহের সৃষ্টি হয়, তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। বদ্ধ জীবেদের উপযুক্ত শরীর অনুসারে ব্রহ্মাকে বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন অবস্থায় তাদের স্থাপন করতে হয়। এই কার্য কেবল ব্রহ্মারই জন্য, এবং এই কাজটি যে কত কঠিন তা ব্রহ্মাণ্ডের অন্য আর কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু ভগবানের কৃপায় ব্রহ্মা এই বিরাট কার্যটি এতই সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছেন যে, বিধাতার বা নিয়ন্তার এই কার্যকুশলতা দেখে সকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।

শ্লোক ২৯

শ্রীভগবানুবাচ

মা বেদগর্ভ গাস্তন্দ্রীং সর্গ উদ্যমমাবহ ।
তন্ময়াপাদিতং হ্যগ্রে যন্মাং প্রার্থয়তে ভবান্ ॥ ২৯ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **মা**—করো না; **বেদ-গর্ভ**—যাঁর মধ্যে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের গাম্ভীর্য রয়েছে ; **গাঃ তন্দ্রীম্**—বিষাদগ্রস্ত হওয়া; **সর্গে**—সৃষ্টির জন্য; **উদ্যমম্**—উদ্যোগ; **আবহ**—দায়িত্বভার গ্রহণ কর; **তৎ**—তা (যা তুমি চাও); **ময়া**—আমার দ্বারা; **আপাদিতম্**—সম্পাদিত; **হি**—নিশ্চয়ই; **অগ্রে**—পূর্বে; **যৎ**—যা; **মাম্**—আমার থেকে; **প্রার্থয়তে**—ভিক্ষা করে; **ভবান্**—তুমি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান তখন বললেন—হে বেদগর্ভ ব্রহ্মা। সৃষ্টিকার্য সম্পাদনের বিষয়ে তুমি বিষাদগ্রস্ত অথবা উদ্বিগ্ন হয়ো না। তুমি আমার কাছে যা প্রার্থনা করছ , তা পূর্বেই তোমাকে প্রদান করা হয়েছে।

তাৎপর্য

কেউ যখন ভগবান অথবা তাঁর উপযুক্ত প্রতিনিধির দ্বারা অধিকার প্রাপ্ত হন, তখন সেই কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি আশীর্বাদপুষ্ট হন। তবে ব্যক্তিগতভাবে সব সময় সেই দায়িত্ব সম্পাদনে তার অক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত, এবং সর্বদাই সেই কর্তব্যের সার্থক সম্পাদনের জন্য ভগবানের কৃপার প্রতীক্ষা করা উচিত। কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে তার কখনও গর্বোদ্ধত হওয়া উচিত নয়। এই প্রকার দায়িত্বভার যিনি লাভ করেন, তিনি অবশ্যই ভাগ্যবান, এবং তিনি যদি সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার অধীনে থাকেন, তাহলে তিনি নিঃসন্দেহে সেই কার্য সম্পাদনে সাফল্যমণ্ডিত হবেন। অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যুদ্ধ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, এবং তাঁকে সেই দায়িত্ব দেওয়ার পূর্বেই ভগবান তাঁর বিজয় নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। কিন্তু অর্জুন সব সময় ভগবানের ভৃত্যরূপে তাঁর অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, এবং তার ফলে তিনি ভগবানকে সেই দায়িত্বভার অনুষ্ঠানের পরম পথপ্রদর্শক বলে স্বীকার করেছিলেন। যে ব্যক্তি দায়িত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনের গর্বে গর্বিত হয় এবং পরমেশ্বর ভগবানকে কোন রকম কৃতিত্ব দেয় না, সে অবশ্যই অহঙ্কারে মত্ত এবং কোন কিছুই সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে পারে না। ব্রহ্মা, এবং যাঁরা তাঁর শিষ্য পরম্পরায় তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁরা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনে সফল হন।

শ্লোক ৩০

ভূয়স্ত্বং তপ আতিষ্ঠ বিদ্যাং চৈব মদাশ্রয়াম্ ।
তাভ্যামন্তর্হৃদি ব্রহ্মন্ লোকান্দ্রক্ষ্যস্যপাবৃতান্ ॥ ৩০ ॥

ভূয়ঃ—পুনরায়; ত্বম্—তুমি; তপঃ—তপস্যা; অতিষ্ঠ—অধিষ্ঠিত হও; বিদ্যাম্—জ্ঞানে; চ—ও; এব—নিশ্চয়ই; মৎ—আমার; আশ্রয়াম্—আশ্রয়ে; তাভ্যাম্—সেই সমস্ত গুণাবলীর দ্বারা; অন্তঃ—অন্তরে; হৃদি—হৃদয়ে; ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; লোকান্—সমগ্র জগৎ; দ্রক্ষ্যসি—তুমি দেখবে; অপাবৃতান্—প্রকাশিত।

অনুবাদ

হে ব্রহ্মা, আমার অনুগ্রহ লাভের জন্য তুমি তপস্যায় ও ধ্যানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন কর। সেই কর্মের দ্বারা তুমি তোমার হৃদয়াভ্যন্তর থেকে সব কিছু জানতে পারবে।

তাৎপর্য

দায়িত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে নিযুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি ভগবান যে কী পরিমাণ কৃপা বর্ষণ করেন, তা কল্পনারও অতীত। কিন্তু তাঁর কৃপা লাভ হয় ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে আমাদের কৃচ্ছ্রসাধন এবং অধ্যবসায়ের ফলে। ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টির দায়িত্বভার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগবান তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যখন ধ্যানস্থ হবেন, তখন অনায়াসে তিনি জানতে পারবেন গ্রহমণ্ডলীকে কোথায় এবং কিভাবে স্থাপন করতে হবে। সেই নির্দেশ অন্তর থেকেই আসবে, এবং সেই কার্য সম্পাদনের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বুদ্ধিযোগের এই উপদেশ ভগবান সরাসরিভাবে অন্তর থেকে প্রদান করেন, যে কথা ভগবদ্গীতায় (১০/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ৩১

ততঃ আত্মনি লোকে চ ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতঃ ।
দ্রষ্টাসি মাং ততং ব্রহ্মন্ময়ি লোকাংস্ত্বমাত্মনঃ ॥ ৩১ ॥

ততঃ—তারপর; আত্মনি—তোমার নিজের মধ্যে; লোকে—ব্রহ্মাণ্ডে; চ—ও; ভক্তি-যুক্তঃ—ভক্তিযোগে স্থিত হয়ে; সমাহিতঃ—সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে; দ্রষ্টা অসি—তুমি দেখবে; মাম্—আমাকে; ততম্—সর্ব ব্যাপ্ত; ব্রহ্মন্—হে ব্রহ্মা; ময়ি—আমাতে; লোকান্—সমগ্র বিশ্ব; ত্বম্—তুমি; আত্মনঃ—জীবসমূহ।

অনুবাদ

হে ব্রহ্মা! তুমি যখন ভক্তিযোগে সমাহিত হবে, তখন তোমার সৃষ্টিকার্যে, তোমার মধ্যে এবং সমগ্র বিশ্ব জুড়ে আমাকে দেখতে পাবে, এবং তুমি দেখবে যে, তুমি, সমগ্র জগৎ ও সমস্ত জীব—সকলেই আমার মধ্যে অবস্থিত।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে ইঙ্গিত করেছেন যে, ব্রহ্মার দিব্যভাগে ব্রহ্মা তাঁকে শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন করবেন। তিনি দেখবেন কিভাবে ভগবান বৃন্দাবনে বাল্যলীলা-বিলাস করার সময় নিজেকে গোপবালক এবং গোবৎসরূপে বিস্তার করবেন; তিনি জানতে পারবেন কিভাবে মা যশোদা তাঁর বাল্যলীলা-বিলাসের সময় তাঁর মুখের মধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ও গ্রহ-নক্ষত্র দর্শন করবেন; এবং তিনি দেখবেন যে, কোটি কোটি

শ্রদ্ধা রয়েছেন যাঁরা তাঁদের দিব্যভাগে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের সময় তাঁর কাছে আসবেন। কিন্তু ভগবানের এই সমস্ত নিত্য-শাশ্বত চিন্ময় রূপ যদিও সর্বত্র প্রকাশিত হয়, তবুও ভক্তিযোগে তাঁর সেবায় সর্বদাই পূর্ণরূপে মগ্ন শুদ্ধ ভক্ত ব্যতীত অন্য কেউ তা বুঝতে পারে না। ব্রহ্মার উৎকৃষ্ট যোগ্যতার ইঙ্গিতও এখানে দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৩২

যদা তু সর্বভূতেষু দারুষ্বগ্নিমিব স্থিতম্ ।
প্রতিচক্ষীত মাং লোকো জহ্যাত্তর্হ্যেব কশ্মলম্ ॥ ৩২ ॥

যদা—যখন; তু—কিন্তু; সর্ব—সমস্ত; ভূতেষু—জীবাত্মায়; দারুষু—কাঠে; অগ্নিম্—আগুন; ইব—মতো; স্থিতম্—অবস্থিত; প্রতিচক্ষীত—তুমি দেখবে; মাম্—আমাকে; লোকঃ—এবং বিশ্ব; জহ্যাৎ—ত্যাগ করতে পারে; তর্হি—তৎক্ষণাৎ ; এব—নিশ্চয়ই ; কশ্মলম্—ভ্রম।

অনুবাদ

তুমি সমস্ত জীবাত্মায় এবং সমগ্র বিশ্বে আমাকে দর্শন করবে, ঠিক যেমন আগুন কাঠের মধ্যে অবস্থান করে। সেই প্রকার দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার ফলেই কেবল তুমি সর্বপ্রকার মোহ থেকে মুক্ত হতে পারবে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন জড়জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার সময় ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে না যান। তাঁর সেই প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে ভগবান বলছেন যে, ভগবানের সর্বশক্তিমত্তার সঙ্গে সম্পর্ক ব্যতীত তাঁর অস্তিত্বের কথা চিন্তা করা উচিত নয়। এখানে কাঠে আগুনের দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে। যদিও কাঠ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, কিন্তু কাঠে যখন অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তখন তা সর্বদাই এক। তেমনই, জড় সৃষ্টিতে বিভিন্ন আকৃতির এবং প্রকৃতির শরীর থাকতে পারে, কিন্তু তাদের অভ্যন্তরস্থ আত্মাগুলি অভিন্ন। অগ্নির গুণ তাপ সর্বত্রই এক, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ চিৎ স্ফুলিঙ্গও সমস্ত জীবেই এক। এইভাবে ভগবানের শক্তি তাঁর সৃষ্টির সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। এই দিব্য জ্ঞানই কেবল মায়ার কলুষ থেকে জীবকে রক্ষা করতে পারে। যেহেতু ভগবানের

শক্তি সর্বত্রই ব্যাপ্ত, তাই শুদ্ধ আত্মা বা ভগবদ্ভক্ত সব কিছুই ভগবানের সম্পর্কে দর্শন করতে পারেন, এবং তাই বাহ্যিক আবরণের প্রতি তাঁর কোন অনুরাগ নেই। সেই শুদ্ধ চিন্ময় ভাবনা তাঁকে সব রকম জড় সংসর্গের দূষিত প্রভাব থেকে মুক্ত করে। শুদ্ধ ভক্ত কোন অবস্থাতেই ভগবানের সংস্পর্শের কথা বিস্মৃত হন না।

শ্লোক ৩৩

যদা রহিতমাত্মানং ভূতেন্দ্রিয়গুণাশয়ৈঃ ।
স্বরূপেণ ময়োপেতং পশ্যন্ স্বারাজ্যমৃচ্ছতি ॥ ৩৩ ॥

যদা—যখন; রহিতম্—মুক্ত; আত্মানম্—স্বয়ং; ভূত—জড় উপাদান; ইন্দ্রিয়—জড় ইন্দ্রিয়সমূহ; গুণ-আশয়ৈঃ—জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন; স্বরূপেণ—শুদ্ধ সত্তায়; ময়া—আমার দ্বারা; উপেতম্—সমীপবর্তী হয়ে; পশ্যন্—দর্শনের দ্বারা; স্বারাজ্যম্—চিৎ-জগৎ ; ঋচ্ছতি—উপভোগ করেন।

অনুবাদ

তুমি যখন স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহের ধারণা থেকে মুক্ত হবে, এবং তোমার ইন্দ্রিয়গুলি জড়া প্রকৃতির সমস্ত প্রভাব থেকে মুক্ত হবে, তখন তুমি আমার সাহচর্যে তোমার শুদ্ধ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে। তখন তুমি শুদ্ধ চেতনায় অবস্থিত হবে।

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলা হয়েছে , যে ব্যক্তি কেবল ভগবানের প্রতি তাঁর অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবা অর্পণ করতে চান, তিনি জড় জগতের যে কোন অবস্থাতেই মুক্ত থাকেন। সেই সেবাবৃত্তিই জীবের স্বরূপ। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও ঘোষণা করেছেন যে, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। মায়াবাদী সম্প্রদায় জীবের সেবাবৃত্তির কথা শুনে ভয়ে আঁতকে ওঠে, কেননা তারা জানে না যে, চিৎ-জগতে ভগবানের প্রতি এই সেবার ভিত্তি হচ্ছে চিন্ময় প্রেম। জড় জগতে জোর করে কাজ করানোর সঙ্গে নিত্য প্রেমময়ী সেবার তুলনা করা যায় না। জড় জগতে যদিও সকলে মনে করে যে, তারা কারোরই দাস নয়, তবুও জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে তারা তাদের ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করে। প্রকৃতপক্ষে, জড় জগতে কেউই প্রভু নয়, এবং তাই গোদাসদের দাসত্বের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত

খারাপ। দাসত্বের কথা শুনলে তারা ভয়ে আঁতকে ওঠে, কেননা তাদের দিব্য অবস্থিতি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। চিন্ময় প্রেমময়ী সেবার ক্ষেত্রে সেবকও ভগবানেরই মতো স্বাধীন। ভগবান স্বরাট্ বা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন, এবং চিন্ময় পরিবেশে ভগবানের সেবকেরাও স্বরাট্, কেননা সেখানে জোর করে কোন কিছু করানো হয় না। সেখানে চিন্ময় প্রেমময়ী সেবা সম্পাদিত হয় স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের ফলে। এই প্রকার সেবার এক ঝলক প্রতিবিম্ব দেখা যায় সন্তানের প্রতি মায়ের সেবায়, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর সেবায়, অথবা পতির প্রতি পত্নীর সেবায়। বন্ধু, পিতামাতা অথবা পত্নীর যে সেবার এই প্রতিফলন, তা জোর করে করানো হয় না, পক্ষান্তরে প্রেমের বশে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পাদিত হয়। তবে এই জড় জগতে এই প্রেমময়ী সেবা কেবল বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। প্রকৃত সেবা, কিংবা স্বরূপের সেবা ভগবানের সান্নিধ্যে চিৎ-জগতেই কেবল দেখা যায়। সেই দিব্য প্রেমময়ী সেবার অভ্যাস এখানে ভক্তির মাধ্যমে করা যায়।

এই শ্লোকটি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তত্ত্বজ্ঞানী যখন সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন, অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব সমন্বিত ইন্দ্রিয়সমূহ সহ স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি পরম স্তরে অধিষ্ঠিত হন এবং জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হন। জ্ঞানী এবং ভক্ত জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার স্তর পর্যন্ত একমত। তবে জ্ঞানীরা মুক্ত হয়েই তৃপ্ত হয়, কিন্তু ভক্তেরা মুক্তির পরেও ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন। ভক্তেরা তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত সেবাভাবের মাধ্যমে তাঁদের চিন্ময় স্বাতন্ত্র্য বিকশিত করেন, যা মাধুর্য-রস বা প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে প্রেমের বিনিময়ের স্তর পর্যন্ত উত্তরোত্তর বর্ধিত হতে থাকে।

শ্লোক ৩৪

নানাকর্মবিতানেন প্রজা বহ্বীঃ সিসৃক্ষতঃ ।
নাত্মাবসীদত্যস্মিংস্তে বর্ষীয়ান্মদনুগ্রহঃ ॥ ৩৪ ॥

নানা-কর্ম—বিভিন্ন প্রকার সেবা; **বিতানেন**—বিস্তারের দ্বারা; **প্রজাঃ**—জনগণ; **বহ্বীঃ**—অসংখ্য; **সিসৃক্ষতঃ**—বাড়াবার ইচ্ছা করে; **ন**—কখনই না; **আত্মা**—স্বীয়; **অবসীদতি**—অবসাদগ্রস্ত হবে; **অস্মিন্**—এই বিষয়ে; **তে**—তোমার; **বর্ষীয়ান্**—নিরন্তর বর্ধিত হচ্ছে; **মৎ**—আমার; **অনুগ্রহঃ**—অহৈতুকী কৃপা।

অনুবাদ

যেহেতু তুমি অসংখ্যরূপে প্রজা বৃদ্ধি করার বাসনা করেছ এবং তোমার বিভিন্ন সেবা বিস্তার করার ইচ্ছা করেছ, তাই এই বিষয়ে তোমার কখনও কোন কষ্ট হবে না, কেননা তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী কৃপা চিরকালের জন্য নিরন্তর বাড়তে থাকবে।

তাৎপর্য

ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত বিশেষ কাল, পাত্র ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে বাস্তবিকভাবে অবগত হওয়ার ফলে সর্বদা বিভিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভগবানের ভক্তসংখ্যা বৃদ্ধি করার বাসনা করেন। জড়বাদীদের কাছে এই প্রকার প্রেমময়ী সেবার বিস্তার প্রাকৃত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে ভক্তের প্রতি ভগবানের অহৈতুকী কৃপার বাস্তবিক প্রসার। এই সমস্ত কার্যকলাপের পরিকল্পনা প্রাকৃত ক্রিয়াকলাপ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য সম্পাদিত হওয়ার ফলে তার শক্তি ভিন্ন।

শ্লোক ৩৫

ঋষিমাদ্যং ন বধ্নাতি পাপীয়াংস্ত্বাং রজোগুণঃ ।
যন্মনো ময়ি নির্বদ্ধং প্রজাঃ সংসৃজতোঽপি তে ॥ ৩৫ ॥

ঋষিম্—মহর্ষিকে; আদ্যম্—আদি; ন—কখনই না; বধ্নাতি—অতিক্রম করে; পাপীয়ান্—পাপী; ত্বাম্—তুমি; রজঃ-গুণঃ—রজোগুণ; যৎ—যেহেতু; মনঃ—মন; ময়ি—আমার মধ্যে; নির্বদ্ধম্—একত্রিত; প্রজাঃ—প্রজা; সংসৃজতঃ—সৃষ্টি করতে; অপি—সত্ত্বেও; তে—তোমার।

অনুবাদ

তুমি আদি ঋষি, এবং যেহেতু প্রজা সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমার মন সর্বদাই আমাতে নিবিষ্ট, তাই পাপ প্রসবকারী রজোগুণ কখনই তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

তাৎপর্য

দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের ষটত্রিংশতি শ্লোকে ব্রহ্মাকে একই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ভগবান কর্তৃক এইভাবে অনুগৃহীত হওয়ার ফলে ব্রহ্মার সমস্ত পরিকল্পনা

ছিল অব্যর্থ। যদিও কখনও কখনও দেখা যায় যে, ব্রহ্মা মোহাচ্ছন্ন হয়েছেন, যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে, তখন বুঝতে হবে, তিনি ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি দর্শন করে মোহিত হয়েছেন। তার উদ্দেশ্যও চিন্ময় সেবার ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রগতি। অর্জুনকেও আমরা এইভাবে মোহাচ্ছন্ন হতে দেখতে পাই। শুদ্ধ ভক্তদের এইভাবে মোহগ্রস্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে অধিকতর উন্নতি লাভ।

শ্লোক ৩৬

জ্ঞাতোঽহং ভবতা ত্বদ্য দুর্বিজ্ঞেয়োঽপি দেহিনাম্ ।
যন্মাং ত্বং মন্যসেঽযুক্তং ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মভিঃ ॥ ৩৬ ॥

জ্ঞাতঃ—জানা; অহম্—আমি; ভবতা—তোমার দ্বারা; তু—কিন্তু; অদ্য—আজ; দুঃ—কঠিন; বিজ্ঞেয়ঃ—জ্ঞাতব্য; অপি—সত্ত্বেও; দেহিনাম্—বদ্ধ জীবদের জন্য; যৎ—যেহেতু; মাম্—আমাকে; ত্বম্—তুমি; মন্যসে—বুঝতে পার; অযুক্তম্—তৈরি না হয়ে; ভূত—জড় উপাদানসমূহ; ইন্দ্রিয়—জড়েন্দ্রিয়; গুণ—জড়া প্রকৃতির গুণ; আত্মভিঃ—বদ্ধ জীবদের অহঙ্কার।

অনুবাদ

যদিও বদ্ধ জীবদের পক্ষে আমাকে জানা দুষ্কর, আজ তুমি আমাকে জানতে পেরেছ ,কেননা তুমি জান যে আমার রূপ কোন জড় পদার্থ, বিশেষ করে পাঁচটি স্থূল এবং তিনটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব থেকে নির্মিত হয়নি।

তাৎপর্য

পরমতত্ত্বকে জানতে হলে জড় সৃষ্টিকে অস্বীকার করার আবশ্যকতা হয় না, পক্ষান্তরে চিন্ময় তত্ত্বকে যথাযথভাবে জানতে হয়। যেহেতু জড় অস্তিত্বের উপলব্ধি হয় আকারের মাধ্যমে, তাই চিন্ময় অস্তিত্ব অবশ্যই নিরাকার হবে, এই যে ধারণা তা চিন্ময় তত্ত্বের নিষেধাত্মক প্রাকৃত ধারণা মাত্র। চিন্ময় তত্ত্ব সম্বন্ধে বাস্তবিক ধারণা হচ্ছে এই যে, চিন্ময় রূপ প্রাকৃত রূপ নয়। ব্রহ্মা এইভাবে ভগবানের শাশ্বত রূপ উপলব্ধি করেছিলেন, এবং ভগবান তাঁর এই চিন্ময় ধারণা অনুমোদন করেছিলেন। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের রূপকে প্রাকৃত বলে মনে করাকে নিন্দা করা হয়েছে, কেননা আপাতদৃষ্টিতে ভগবানকে নররূপে বিদ্যমান হতে দেখে এই ধারণার উৎপত্তি হয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বহু চিন্ময় রূপের মধ্যে যে কোন

একটি রূপে আবির্ভূত হতে পারেন, কিন্তু তাঁর কোন রূপই জড় উপাদানের দ্বারা রচিত নয়, এবং তাঁর দেহ ও আত্মায় কোন পার্থক্য নেই। ভগবানের চিন্ময় রূপকে জানার এইটিই হচ্ছে পন্থা।

শ্লোক ৩৭

তুভ্যং মদ্বিচিকিৎসায়ামাত্মা মে দর্শিতোঽবহিঃ ।
নালেন সলিলে মূলং পুষ্করস্য বিচিন্বতঃ ॥ ৩৭ ॥

তুভ্যম্—তোমাকে; মৎ—আমাকে; বিচিকিৎসায়াম্—তোমার জানবার চেষ্টায়; আত্মা—নিজে; মে—আমার; দর্শিতঃ—প্রদর্শিত; অবহিঃ—অন্তর থেকে; নালেন—নালের মধ্য থেকে; সলিলে—জলে; মূলম্—মূল; পুষ্করস্য—আদি উৎস কমলের; বিচিন্বতঃ—চিন্তা করে।

অনুবাদ

তুমি যখন বিচার করছিলে, যে কমলটি থেকে তোমার জন্ম হয়েছে তার নালটির কোন উৎস আছে কিনা, তখন তুমি সেই পদ্মনালেও প্রবেশ করেছিলে, তবে তুমি কিছুই খুঁজে পাওনি। কিন্তু সেই সময়ে আমি তোমার অন্তরে আমার স্বরূপ প্রকাশ করেছিলাম।

তাৎপর্য

ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবেই কেবল তাঁকে জানা যায়, মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনা অথবা জড় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কখনও তাঁকে জানা যায় না। জড় ইন্দ্রিয়গুলির ভগবানের দিব্য জ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছবার ক্ষমতা নেই। বিনম্র ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে তিনি যখন তাঁর ভক্তের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন, তখনই কেবল তাঁকে অনুভব করা যায়। ভগবৎ প্রেমের দ্বারাই কেবল ভগবানকে জানা যায়, অন্য কোন উপায়ে নয়। জড় চক্ষুর দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করা যায় না, কিন্তু ভগবৎ প্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত হওয়ার ফলে যখন চিন্ময় চক্ষু উন্মীলিত হয়, তখন অন্তরে তাঁকে দর্শন করা যায়। জড় কলুষের আবরণে যখন চিন্ময় চক্ষু আচ্ছাদিত থাকে, তখন ভগবানকে দেখা যায় না। কিন্তু যখন ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে সেই কলুষ বিদূরিত হয়, তখন নিঃসন্দেহে ভগবানকে দর্শন করা যায়।

কমল-নালের মূল দর্শন করার জন্য ব্রহ্মার ব্যক্তিগত প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু ভগবান যখন তাঁর তপশ্চর্যা এবং ভক্তির প্রভাবে প্রসন্ন হয়েছিলেন, তখন কোন রকম বাহ্যিক প্রচেষ্টা ব্যতীতই তিনি ব্রহ্মার অন্তরে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৮

যচ্চকর্থাঙ্গ মৎস্তোত্রং মৎকথাভ্যুদয়াঙ্কিতম্ ।
যদ্বা তপসি তে নিষ্ঠা স এষ মদনুগ্রহঃ ॥ ৩৮ ॥

যৎ—যা; চকর্থ—অনুষ্ঠিত; অঙ্গ—হে ব্রহ্মা; মৎ-স্তোত্রম্—আমার প্রার্থনা; মৎ-কথা—আমার লীলা সম্বন্ধীয় কথা; অভ্যুদয়-অঙ্কিতম্—আমার চিন্ময় মহিমা অঙ্কিত করে; যৎ—যা; বা—অথবা; তপসি—তপস্যায়; তে—তোমার; নিষ্ঠা—বিশ্বাস; সঃ—তা; এষঃ—এই সমস্ত; মৎ—আমার; অনুগ্রহঃ—অহৈতুকী কৃপা।

অনুবাদ

হে ব্রহ্মা। আমার চিন্ময় লীলার মহিমা বর্ণনা করে তুমি যে প্রার্থনা করেছ, আমাকে জানার জন্য তুমি যে তপস্যা করেছ, এবং আমার প্রতি তোমার দৃঢ় নিষ্ঠা—এই সবই আমার অহৈতুকী কৃপা বলে জেনো।

তাৎপর্য

জীব যখন চিন্ময় প্রেমের দ্বারা ভগবানের সেবা করতে চায়, তখন ভগবান চৈত্য গুরুরূপে বা অন্তঃস্থিত গুরুরূপে নানাভাবে ভক্তদের সাহায্য করেন, এবং তার ফলে ভক্ত নানা প্রকার আশ্চর্যজনক কার্য সম্পাদিত করতে পারেন, যা জড় অনুমানের সীমার অতীত। ভগবানের কৃপার প্রভাবে অজ্ঞ ব্যক্তিও সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমন্বিত স্তোত্র রচনা করতে পারেন। এই দিব্য ক্ষমতা জাগতিক যোগ্যতার দ্বারা সীমিত নয়, পক্ষান্তরে ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক চিন্ময় সেবার প্রচেষ্টার ফলে সেই ক্ষমতা বিকশিত হয়। পারমার্থিক সিদ্ধির জন্য স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টাই হচ্ছে একমাত্র যোগ্যতা। প্রাকৃত ধন-সম্পদ বা জড় বিদ্যার সেখানে কোন গুরুত্ব নেই।

শ্লোক ৩৯

প্রীতোঽহমস্তু ভদ্রং তে লোকানাং বিজয়েচ্ছয়া ।
যদস্তৌষীর্গুণময়ং নির্গুণং মানুবর্ণয়ন্ ॥ ৩৯ ॥

প্রীতঃ—প্রসন্ন; অহম্—আমি; অস্তু—হোক; ভদ্রম্—সর্ব মঙ্গল; তে—তোমার; লোকানাম্—জগতের; বিজয়—মহিমার; ইচ্ছয়া—তোমার ইচ্ছার দ্বারা; যৎ—যা; অস্তৌষীঃ—তুমি প্রার্থনা করেছ; গুণ-ময়ম্—সমস্ত চিন্ময় গুণাবলী বর্ণনা করে; নির্গুণম্—যদিও আমি সমস্ত জড় গুণরহিত; মা—আমাকে; অনুবর্ণয়ন্—সুন্দরভাবে বর্ণনা করে।

অনুবাদ

তুমি যে চিন্ময় গুণাবলী অনুসারে আমার বর্ণনা করেছ, তার ফলে আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। বিষয়াসক্ত মানুষেরা এই বর্ণনাকে প্রাকৃত বলে মনে করে। আমি তোমাকে বর দান করছি, তোমার কার্যকলাপের দ্বারা তুমি যে সমস্ত জগৎকে মহিমান্বিত করতে চাও, তোমার সে বাসনা সফল হবে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা এবং তাঁর শিষ্য পরম্পরায় যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের মতো শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তেরা সর্বদাই কামনা করেন যে, জগতের প্রতিটি জীব যেন ভগবানকে জানতে পারে। ভক্তের সেই বাসনা ভগবানের আশীর্বাদে সর্বদা সার্থক হয়। নির্বিশেষবাদীরা কখনও কখনও পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের কৃপা লাভের জন্য তাঁকে সত্ত্বগুণের মূর্ত প্রকাশ বলে বর্ণনা করে, কিন্তু এই প্রকার প্রার্থনা ভগবানকে সন্তুষ্ট করে না, কেননা তার ফলে তাঁর প্রকৃত চিন্ময় গুণাবলীর মহিমা কীর্তিত হয় না। ভগবান যদিও সর্বদাই সমস্ত জীবের প্রতি কৃপাপরায়ণ, তবুও তাঁর শুদ্ধ ভক্তেরা হচ্ছেন তাঁর সবচাইতে প্রিয়। এখানে গুণময়ং শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা তা ইঙ্গিত করে যে, ভগবান চিন্ময় গুণাবলীতে বিভূষিত।

শ্লোক ৪০

য এতেন পুমান্নিত্যং স্তুত্বা স্তোত্রেণ মাং ভজেৎ ।
তস্যাশু সম্প্রসীদেয়ং সর্বকামবরেশ্বরঃ ॥ ৪০ ॥

যঃ—যিনি; এতেন—এর দ্বারা; পুমান্—মানুষ; নিত্যম্—নিয়মিতভাবে; স্তুত্বা—স্তব করে; স্তোত্রেণ—স্তোত্রের দ্বারা; মাম্—আমাকে; ভজেৎ—ভজনা করে; তস্য—তার; আশু—অতি শীঘ্র; সম্প্রসীদেয়ম্—আমি পূর্ণ করব; সর্ব—সমস্ত; কাম—বাসনাসমূহ; বর-ঈশ্বরঃ—সর্ব বর প্রদাতা।

অনুবাদ

যে মানুষ ব্রহ্মার মতো প্রার্থনা করে, এবং এইভাবে আমার পূজা করে, অচিরেই তার সমস্ত বাসনা পূর্ণ হবে, কেননা আমিই হচ্ছি সর্ব বর প্রদাতা।

তাৎপর্য

যারা তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের আকাঙ্ক্ষা করে, তারা ব্রহ্মা কর্তৃক গীত এই স্তোত্র গান করতে পারবে না। এই প্রকার প্রার্থনা কেবল তাঁরাই করতে পারেন, যাঁরা তাঁদের সেবার দ্বারা ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করতে চান। ভগবান অবশ্যই দিব্য প্রেমময়ী সেবাবিষয়ক সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ করেন, কিন্তু তিনি অভক্তদের খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করতে পারেন না, যদিও সেই প্রকার অনিশ্চিত ভক্তেরা সর্বোত্তম স্তোত্রের দ্বারা তাঁর প্রার্থনাও করে।

শ্লোক ৪১

পূর্তেন তপসা যজ্ঞৈর্দানৈর্যোগসমাধিনা ।
রাদ্ধঃ নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতম্ ॥ ৪১ ॥

পূর্তেন—প্রথাগত শুভ কর্মের দ্বারা; তপসা—তপশ্চর্যার দ্বারা; যজ্ঞৈঃ—যজ্ঞের দ্বারা; দানৈঃ—দানের দ্বারা, যোগ—যোগের দ্বারা; সমাধিনা—সমাধির দ্বারা; রাদ্ধম্—সাফল্য; নিঃশ্রেয়সম্—চরম হিতকারী; পুংসাম্—মানুষদের; মৎ—আমার; প্রীতিঃ—সন্তুষ্টি; তত্ত্ব-বিৎ—তত্ত্বজ্ঞানী; মতম্—মত।

অনুবাদ

তত্ত্বজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে যে, সর্ব প্রকার প্রথাগত শুভকর্ম, তপশ্চর্যা, যজ্ঞ, দান, যোগ, সমাধি ইত্যাদির চরম লক্ষ্য—আমার সন্তুষ্টিবিধান করা।

তাৎপর্য

মানবসমাজে বহুবিধ প্রথাগত পুণ্যকর্ম রয়েছে , যেমন পরার্থবাদ, লোকহিতৈষণা, স্বাদেশিকতাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ, দান, যজ্ঞ, তপস্যা, এমনকি যোগ সমাধি, এবং এই সবই কেবল তখনই পূর্ণরূপে মঙ্গলজনক হতে পারে, যখন তা ভগবানের প্রসন্নতা-বিধানের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় অথবা লোকহিতৈষী, যে কোন কার্যকলাপেরই চরম পূর্ণতা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের

সন্তুষ্টিবিধান করা। এই সাফল্যের রহস্য ভগবদ্ভক্তেরা জানেন, যেমন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। অহিংস সজ্জনরূপে অর্জুন তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাননি, কিন্তু তিনি যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা যুদ্ধ হোক এবং তিনিই সেই যুদ্ধের আয়োজন করেছেন, তখন তিনি তাঁর নিজের প্রসন্নতার কথা চিন্তা না করে ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। সেইটি হচ্ছে সমস্ত বুদ্ধিমান মানুষের সঠিক বিচার। মানুষের একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত কিভাবে তিনি তার কার্যকলাপের দ্বারা ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধান করবেন। ভগবান যখন কোন কার্যের ফলে প্রসন্ন হন, তখন সেইটি যে কর্মই হোক না কেন, সাফল্য নিশ্চিত। অন্যথায়, তা কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। সেইটি হচ্ছে সমস্ত যজ্ঞ, তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন, যৌগিক সমাধি এবং অন্য সমস্ত সৎ ও পুণ্যকর্মের প্রকৃত মানদণ্ড।

শ্লোক ৪২

অহমাত্মাত্মনাং ধাতঃ প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি ।
অতো ময়ি রতিং কুর্যাদ্দেহাদির্যৎকৃতে প্রিয়ঃ ॥ ৪২ ॥

অহম্—আমি; **আত্মা**—পরমাত্মা; **আত্মনাম্**—অন্য সমস্ত আত্মার; **ধাতঃ**—পরিচালক; **প্রেষ্ঠঃ**—প্রিয়তম; **সন্**—হয়ে; **প্রেয়সাম্**—সমস্ত প্রিয় বস্তুর; **অপি**—নিশ্চয়ই; **অতঃ**—অতএব; **ময়ি**—আমাকে; **রতিম্**—আসক্তি; **কুর্যাৎ**—করা উচিত; **দেহ-আদিঃ**—দেহ এবং মন; **যৎ-কৃতে**—যার জন্য; **প্রিয়ঃ**—অত্যন্ত প্রিয়।

অনুবাদ

আমি সমস্ত জীবের পরমাত্মা। আমি পরম পরিচালক এবং প্রিয়তম। মানুষ ভ্রান্তিবশত স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের প্রতি আসক্ত হয়, কিন্তু তাদের কর্তব্য কেবল আমার প্রতি অনুরক্ত হওয়া।

তাৎপর্য

বদ্ধ এবং মুক্ত উভয় অবস্থাতেই পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সবচাইতে প্রিয়। মানুষ যখন বুঝতে পারে না যে, পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন পরম প্রেমাস্পদ, তখন সে বদ্ধ অবস্থায় থাকে, এবং যখন সে পূর্ণরূপে জানতে পারে যে, ভগবান হচ্ছেন পরম প্রেমাস্পদ, তখন তাঁকে মুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। পরমেশ্বর ভগবান

কেন প্রতিটি জীবের পরম প্রেমাস্পদ সেই উপলব্ধির তারতম্য অনুসারে ভগবানের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ-জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রকৃত কারণটি স্পষ্টভাবে ভগবদ্গীতায় (১৫/৭) উল্লেখ করা হয়েছে। *মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*—জীব ভগবানের নিত্য বিভিন্ন অংশ। জীবকে বলা হয় আত্মা, এবং ভগবানকে বলা হয় পরমাত্মা। জীবকে বলা হয় ব্রহ্ম, এবং ভগবানকে বলা হয় পরম ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ* । বদ্ধ জীবেরা, যারা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেনি, তারা তাদের জড় দেহটিকে পরম প্রিয় বলে মনে করে। পরম প্রিয়ের ধারণা কেন্দ্রীভূত ও প্রসারিত এই দুইভাবেই তখন সমস্ত দেহ জুড়ে বিস্তৃত হয়। নিজের দেহের প্রতি আসক্তি এবং পুত্র-কলত্র ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সেই আসক্তির বিস্তার প্রকৃতপক্ষে আত্মার ভিত্তিতে বিকশিত হয়। প্রকৃত জীবাত্মা যখন দেহ ছেড়ে চলে যায়, তখন প্রিয়তম পুত্রের দেহটিও আর আকর্ষণীয় বলে মনে হয় না। তাই চিৎ স্ফুলিঙ্গ বা ভগবানের নিত্য অংশ হচ্ছে আসক্তির যথার্থ ভিত্তি, দেহটি নয়। যেহেতু জীবেরা হচ্ছে পরমাত্মার অংশ, সেই পরমাত্মা বা ভগবান হচ্ছেন সকলের প্রতি আসক্তির যথার্থ ভিত্তি। যে ব্যক্তি প্রত্যেক বস্তুর প্রতি তার প্রেমের এই মূল তত্ত্বকে ভুলে গেছে, তার প্রেম কেবল ক্ষণিকের, কেননা সে মায়ার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন। মানুষ যতই মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়, ততই সে প্রকৃত প্রেম থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার পূর্ণ বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত কেউই প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুকে ভালবাসতে পারে না।

এই শ্লোকে পরমেশ্বর ভগবানকে ভালবাসার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এখানে *কুর্যাৎ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। তার অর্থ হচ্ছে 'তা অবশ্যই পেতে হবে'। প্রেমের তত্ত্বের প্রতি আমাদের যে অবশ্যই অধিক থেকে অধিকতর আসক্ত হতে হবে, তাতে জোর দেওয়ার জন্যই এই কথা বলা হয়েছে। ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীবের উপরই কেবল মায়া তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে, পরমাত্মার উপর কখনও তার প্রভাব সে বিস্তার করতে পারে না। মায়াবাদী দার্শনিকেরা জীবের উপর মায়ার প্রভাব স্বীকার করে, পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়। কিন্তু যেহেতু পরমাত্মার প্রতি তাদের প্রকৃত প্রেম নেই, তাই তারা চিরকাল মায়ার প্রভাবে আবদ্ধ থাকে এবং পরমাত্মার ধারে কাছে পর্যন্ত যেতে পারে না। পরমাত্মার প্রতি অনুরাগের অভাবের ফলেই তাদের এই অক্ষমতা। একজন ধনী কৃপণ কিভাবে তার ধনের সদ্ব্যবহার করতে হয় তা জানে না, এবং তাই অত্যন্ত ধনী হওয়া সত্ত্বেও তার কৃপণ স্বভাবের জন্য সে চিরকাল দরিদ্র থাকে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাঁর ধনের সদ্ব্যবহার করতে জানেন, তাঁর অল্প পুঁজি থাকা সত্ত্বেও অচিরেই তিনি ধনবান হন।

চক্ষু এবং সূর্যের সঙ্গে এক অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, কেননা সূর্যের আলোক ব্যতীত চক্ষু দর্শন করতে পারে না। কিন্তু দেহের অন্যান্য অঙ্গ তাপের উৎসরূপে সূর্যের প্রতি আসক্ত হয়ে চক্ষুর থেকেও অধিক উপকৃত হয়। সূর্যের প্রতি অনুরাগ না থাকার ফলে চক্ষু সূর্য কিরণকে সহ্য করতে পারে না: অথবা পক্ষান্তরে বলা যায়, সেই প্রকার চক্ষুর সূর্য-কিরণের উপযোগিতা উপলব্ধি করার কোন ক্ষমতা নেই। তেমনই জ্ঞানী দার্শনিকেরা ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাদের ব্যবহারিক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও পরমব্রহ্মের কৃপার সদ্ব্যবহার করতে পারে না, কেননা তাদের অনুরাগের অভাব। বহু নির্বিশেষবাদী দার্শনিকেরা চিরকাল মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন থাকে, কেননা যদিও তারা ব্রহ্ম সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভে ব্রতী হয়, তবুও ব্রহ্মের প্রতি তারা কোন রকম অনুরাগ অর্জন করতে পারে না, অথবা একটি ভ্রান্ত পন্থা অনুসরণ করার ফলে সেই অনুরাগ বিকশিত করার কোন সম্ভাবনাও তাদের থাকে না। সূর্যদেবের ভক্ত চক্ষুহীন হলেও এই গ্রহ থেকেও সূর্যদেবকে দর্শন করতে পারেন, কিন্তু যে সূর্যদেবের ভক্ত নয়, সে উজ্জ্বল সূর্য-কিরণকে পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না। তেমনই জ্ঞানী না হলেও, ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে শুদ্ধ প্রেমের বিকাশের ফলে, যে-কেউ অন্তরের অন্তঃস্থলে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারে। সর্ব অবস্থাতেই ভগবৎ প্রেম বিকশিত করার চেষ্টা করা উচিত, এবং তাহলে সমস্ত বিরুদ্ধ সমস্যার সমাধান হবে।

শ্লোক ৪৩

সর্ববেদময়েনেদমাত্মনাত্মাত্মযোনিনা ।
প্রজাঃ সৃজ যথাপূর্বং যাশ্চ ময্যনুশেরতে ॥ ৪৩ ॥

সর্ব—সমস্ত; **বেদ-ময়েন**—পূর্ণ বৈদিক জ্ঞানের অধীন; **ইদম্**—এই ; **আত্মনা**—দেহের দ্বারা; **আত্মা**—তুমি; **আত্ম-যোনিনা**—সরাসরিভাবে ভগবান থেকে যার জন্ম হয়েছে ; **প্রজাঃ**—জীবসমূহ; **সৃজ**—সৃষ্টি কর; **যথা-পূর্বম্**—পূর্বের মতো; **যাঃ**—যা; **চ**—ও; **ময়ি**—আমাতে; **অনুশেরতে**—শায়িত।

অনুবাদ

আমার নির্দেশ অনুসরণ করে, পূর্ণ বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা এবং সর্ব কারণের পরম কারণ আমার থেকে সরাসরিভাবে তুমি যে দেহ প্রাপ্ত হয়েছ, তার দ্বারা তুমি এখন পূর্বের মতো প্রজা সৃষ্টি কর।

শ্লোক ৪৪

মৈত্রেয় উবাচ

তস্মা এবং জগৎস্রষ্ট্রে প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ।
ব্যজ্যেদং স্বেন রূপেণ কঞ্জনাভস্তিরোদধে ॥ ৪৪ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; তস্মৈ—তাকে; এবম্—এইভাবে; জগৎ-স্রষ্ট্রে—ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টাকে; প্রধান-পুরুষ-ঈশ্বরঃ—আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান; ব্যজ্য ইদম্—এই নির্দেশ দেওয়ার পর; স্বেন—তিনি স্বয়ং; রূপেণ—তাঁর স্বরূপে; কঞ্জ-নাভঃ—পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ; তিরোদধে—অন্তর্হিত হলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ব্রহ্মাকে এইভাবে বিস্তার করার নির্দেশ দিয়ে আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ অন্তর্হিত হলেন।

তাৎপর্য

বিশ্ব সৃষ্টির কার্য আরম্ভ করার পূর্বে ব্রহ্মা ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। সেইটিই চতুঃশ্লোকী ভাগবতের ব্যাখ্যা। জগৎ যখন ব্রহ্মার সৃজন ক্রিয়ার প্রতীক্ষা করছিল, তখন ব্রহ্মা ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, এবং তাই ভগবান তাঁর স্বরূপে সৃষ্টির পূর্বেও বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর নিত্য রূপ ব্রহ্মার প্রচেষ্টায় সৃষ্ট হয়নি, যা মূর্খ মানুষেরা কল্পনা করে থাকে। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর স্বরূপে ব্রহ্মার সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তাঁর সেই রূপে তিনি তাঁর কাছ থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন, যাতে জড়ের লেশমাত্রও ছিল না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'সৃজনী শক্তির জন্য ব্রহ্মার প্রার্থনা' নামক নবম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।